Daily Monitoring Report

Directorate of Monitoring
Bangladesh Betar, Dhaka
e-mail: dmr.dm@betar.gov.bd

Magh 25, 1432 Bangla, February 08, 2026, Sunday, No. 39, 56th year

H I G H L I G H T S

Expressing deep concern over misleading reports of different media centering clashes between police and Inquilab Moncho, demanding justice for Shaheed Osman Hadi, Chief Adviser's Press Secretary Shafiqul Alam said the govt expected responsible journalism from media. [Jago FM: -18]

BNP Chairman Tarique Rahman said a group is involved in a conspiracy after seeing the rising tide of 'Sheaf of Paddy' across country. If anyone conspires to stop the elections, they will be given a befitting reply. [Jago FM:-16]

Bangladesh Jamaat-e-Islami Ameer Dr Shafiqur Rahman has said there will be no majority-minority distinction in country, stating that Bangladesh belongs to all its citizens, regardless of religion or ethnicity. [BBC: 3]

CPD does not consider the 13th National polls to be inclusive. Citing data from various surveys, it said that if the opinions & participation of a large population are ignored, the acceptability of the election may be questioned. [BBC: -5]

Nearly three-quarters of the country's voters believe that development can only be ensured if roads, bridges and culverts are built and employment is created- according to a recent survey by the CPD. [DW:-15]

Bangladesh Hindu Bouddha Christian Oikya Parishad has expressed deep concern & dissatisfaction over the neglect of ensuring minority rights & interests in the election manifestos of political parties.[BBC:-7]

Various discussions and analyses are taking place in political circles regarding the manifestos announced by the participating political parties promising the future in the upcoming 13th National elections. [BBC:11]

Chattogram Bandar Rokkha Sangram Parishad has declared an indefinite strike from today over 4 demands, including the cancellation of a proposed deal to hand over operations of the New Mooring Container Terminal to UAE-based operator, DP World. [DW: -14]

At least 10 individuals were seriously injured, including 3 gunshots, during a clash between supporters of BNP & an independent candidate over election campaigning in Mollakandi Sadar upazila of Munshiganj. [Jago FM: -19]

Director: 44813046 **Deputy News Controller: 44813048, 44813179** **Assistant News Controller: 44813047, 44813178**

দৈনিক মনিটরিং রিপোর্ট

মনিটরিং পরিদপ্তর, বাংলাদেশ বেতার, ঢাকা

মাঘ ২৫, বাংলা ১৪৩২, ফেব্রুয়ারি ০৮, ২০২৬, রবিবার, নং- ৩৯, ৫৬তম বছর

শিরোনাম

শহীদ ওসমান হাদীর বিচার দাবিতে পুলিশ ও ইনকিলাব মঞ্চের মধ্যে সংঘর্ষের ঘটনাকে কেন্দ্র করে বিভিন্ন গণমাধ্যমের বিভ্রান্তিকর প্রতিবেদনে গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করে প্রধান উপদেষ্টার প্রেস সচিব শফিকুল আলম বলেন, সরকার গণমাধ্যমের কাছ থেকে দায়িত্বশীল সাংবাদিকতা আশা করে। [জাগো এফএম: ১৮]

বিএনপির চেয়ারম্যান তারেক রহমান বলেছেন, সারাদেশে ধানের শীষের জোয়ার দেখে একটি মহল ষড়যন্ত্রে লিপ্ত রয়েছে। কেউ যদি নির্বাচন বন্ধে ষড়যন্ত্র করে এর দাঁতভাঙা জবাব দেওয়া হবে। [জাগো এফএম: ১৬]

বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামীর আমীর ডক্টর শফিকুর রহমান বলেন, দেশে সংখ্যাগরিষ্ঠ-সংখ্যালঘুর মধ্যে কোনও পার্থক্য থাকবে না, তিনি আরও বলেন বাংলাদেশ ধর্ম বা জাতি নির্বিশেষে সকল নাগরিকের।[বিবিসি: ৩]

ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনকে অন্তর্ভুক্তিমূলক বলে মনে করে না সিপিডি। বিভিন্ন জরিপের তথ্য বিশ্লেষণের তথ্য দিয়ে সিপিডি জানিয়েছে, একটি বড় জনগোষ্ঠীর মতামত ও অংশগ্রহণ উপেক্ষা করা হলে নির্বাচনের গ্রহণযোগ্যতা প্রশ্নের মুখে পড়তে পারে। [বিবিসি: ৫]

দেশের প্রায় চার ভাগের তিন ভাগ বা ৭৭ শতাংশ ভোটার মনে করেন, রাস্তা, কালভার্ট নির্মাণ ও কর্মসংস্থান সৃষ্টি হলেই উন্নয়ন নিশ্চিত হয় ---সিপিডির জরিপে এ তথ্য উঠে এসেছে। [ডয়চে ভেলে: -১৫]

রাজনৈতিক দলগুলোর নির্বাচনী ইশতেহারে সংখ্যালঘুদের স্বার্থ ও অধিকার নিশ্চিতের বিষয়টি উপেক্ষিত থাকায় ক্ষোভ ও উদ্বেগ জানিয়েছে বাংলাদেশ হিন্দু বৌদ্ধ খ্রিস্টান ঐক্য পরিষদ। [বিবিসি: ৭]

আসন্ন ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে অংশগ্রহণকারী দলগুলো ভবিষ্যৎ প্রতিশ্রুতি দিয়ে যে-সব ইশতেহার ঘোষণা করেছে, সেগুলো নিয়ে নানা রকম আলোচনা ও বিশ্লেষণ হচ্ছে রাজনৈতিক মহলে। [বিবিসি: ১১]

চট্টগ্রাম বন্দরের নিউমুরিং কন্টেইনার টার্মিনাল দুবাইভিত্তিক কোম্পানি ডিপি ওয়ার্ল্ডকে দেয়া ইজারা চুক্তি প্রক্রিয়া বাতিল ঘোষণাসহ চার দফা দাবিতে অনির্দিষ্টকালের ধর্মঘটের ঘোষণা দিয়েছে চট্টগ্রাম বন্দর রক্ষা সংগ্রাম পরিষদ। [ডয়চে ভেলে: -১৪]

মুন্সিগঞ্জ সদর উপজেলার মোল্লাকান্দি ইউনিয়নে নির্বাচনি প্রচারণা নিয়ে বিএনপি ও স্বতন্ত্র প্রার্থীর সমর্থকদের মধ্যে সংঘর্ষের ঘটনায় ৩ জন গুলিবিদ্ধসহ ১০ জন গুরুতর আহত হয়েছেন। [জাগো এফএম:- ১৯]

বিবিসি

নির্বাচনি প্রচারণায় `কেউ কারো বিরুদ্ধে কটূকথা বলছেন না,; প্রধান উপদেষ্টা `সন্তুষ্ট,

এবার নির্বাচনি প্রচারণা "শান্তিপূর্ণভাবে হচ্ছে, কেউ কারো বিরুদ্ধে কটুকথা বলছেন না, কোনো অভদ্র আচরণও হচ্ছে না„- বাংলাদেশের অন্তর্বর্তী সরকারের প্রধান উপদেষ্টা মুহাম্মদ ইউনূস এই মন্তব্য করেছেন বলে জানিয়েছেন তার প্রেস সচিব শফিকুল আলম। নির্বাচনের প্রস্তুতি নিয়ে শনিবার উচ্চপর্যায়ের এক বৈঠকে প্রধান উপদেষ্টা এই মন্তব্য করেন বলে মি. আলম জানান। শফিকুল আলম প্রধান উপদেষ্টাকে উদ্ধৃত করেন, "সারা দেশে শান্তিপূর্ণ ও সৌহার্দ্যপূর্ণ পরিবেশে নির্বাচনি প্রচারণা চলছে। কেউ কারো বিরুদ্ধে কটুকথা বলছেন না, কোনো অভদ্র আচরণও হচ্ছে না, অভদ্র কথাও হচ্ছে না। আমাদের রাজনৈতিক ইতিহাস ও সংস্কৃতির জন্য এটা খুবই ইতিবাচক পরিবর্তন।„ "এখন পর্যন্ত প্রস্তুতি পর্ব খুব ভালোভাবে সম্পন্ন হয়েছে। আমরা সন্তুষ্ট, উই আর ভেরি হ্যাপি। আমাদের জন্য এখন চ্যালেঞ্জ হচ্ছে টু মেক ইট পারফেক্ট। ভোটটা যাতে পারফেক্ট হয়, সেটা হচ্ছে এখন আমাদের জন্য মেইন চ্যালেঞ্জ,„ প্রধান উপদেষ্টা মুহাম্মদ ইউনূস এই কথা বলেন বলে মি. আলম জানান। সামনের এক সপ্তাহ খুবই গুরুত্বপূর্ণ বলে তিনি উল্লেখ করেছেন এবং আশা প্রকাশ করেছেন, "নির্বাচন নিরাপদ পরিবেশে হবে„- বলেন প্রেস শফিকুল আলম।
(বিবিসি ওয়েব পেজ: ০৭.০২.২০২৬ নারগীস)

একটি দল মানুষকে ভয় দেখাচ্ছে, বিভ্রান্ত করছে: তারেক রহমান

মানুষ যাতে সহজে ভোট দিতে না পারে, সেজন্য একটি দল বিভিন্ন পর্যায়ে গিয়ে ভয় দেখাচ্ছে, মানুষকে তারা বিভ্রান্ত করার চেষ্টা করছে বলে মন্তব্য করেছেন বিএনপি চেয়ারম্যান তারেক রহমান। শনিবার নীলফামারী জেলায় নির্বাচনি জনসভায় তিনি একথা বলেন। "বাংলাদেশের কোনো ভোটারকে যারা ভয় দেখাবে, যারা তাদেরকে বিভ্রান্ত করার চেষ্টা করবে, কারো সাথে যদি অন্যায় হয়ে থাকে, সেই অন্যায়কারীর বিরুদ্ধে আমরা আইনি ব্যবস্থা গ্রহণ করবো,„ বলেন তিনি। মি. রহমান বলেন, বাংলাদেশের মানুষের ভোটের অধিকার যারা কেড়ে নিয়েছিল, কথা বলার অধিকার যারা কেড়ে নিয়েছিল, তারা দেশ থেকে পালালেও তাদের এক সহযাত্রী দেশে রয়ে গেছে। "দেশ স্বাধীনের পর, দেশ স্বাধীনের আগে বিভিন্ন সময় তারা বিভিন্ন রূপ ধারণ করেছে। এই বহুরূপ ধারণকারীরা আজ বিভিন্ন জায়গায় ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হয়েছে,„ বলেও মন্তব্য করেন তিনি। (বিবিসি ওয়েব পেজ : ০৭.০২.২০২৬ নারগীস)

মা-বোনদের পক্ষে অবস্থান বলেই চরিত্র হননের চেষ্টা : জামায়াতের আমির

নারীদের পক্ষে শক্ত অবস্থান নিয়ে, তাদের পক্ষে কথা বলার কারণেই তার চরিত্র হননের চেষ্টা করা হয়েছে বলে মন্তব্য করেছেন বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামীর আমির শফিকুর রহমান। শনিবার বিকেলে ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন উপলক্ষ্যে সিলেট সরকারি আলিয়া মাদ্রাসা মাঠের নির্বাচনি জনসভায় দেওয়া বক্তব্যে এসব কথা বলেন তিনি। "মা-বোনদের ইজ্জতের পক্ষে অবস্থান নিয়েছি, শক্ত গলায় কথা বলি, এজন্য ওইটা ধরেই আমার বিরুদ্ধে মিসাইল মেরে দিছে। আমার আইডি হ্যাক করে। চোর ধরা পড়েছে, তারপরও বড়ো গলায় কথা বলে,„ বলেন তিনি। প্রবাসীদের ভোটের অধিকার অনেকে চায়নি বলেও মন্তব্য করেন মি. রহমান। বলেন, আগামীতে সব প্রবাসীর ভোটের অধিকার নিশ্চিত করা হবে। "অনেকে বলেছিলেন, প্রবাসীদের আবার ভোটের দরকার কী? ওরা বিদেশে যাবে, রুজি করবে, পরিবারকে টাকা পাঠাবে, দেশকে রেমিট্যান্স দেবে। এর বাইরে তাদের আর কী আছে।"
(বিবিসি ওয়েব পেজ : ০৭.০২.২০২৬ নারগীস)

ধর্মীয় পরিচয়ে কাউকে বঞ্চিত করা হবে না: জামায়াত আমির

বাংলাদেশে ধর্মীয় পরিচয়ে কাউকে আর বঞ্চিত করার সুযোগ থাকবে না বলে মন্তব্য করেছেন বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামীর আমির শফিকুর রহমান। শনিবার হবিগঞ্জে নির্বাচনি জনসভায় একথা বলেন তিনি। সব ধর্মের মানুষ নির্ভয়ে তাদের আচার-অনুষ্ঠান করবে, কেউ বাধা দেওয়ার সাহস দেখাতে পারবে না- দাবি করে তিনি বলেন, "ধর্মের ভিত্তিতে কারো ওপর বাড়াবাড়ি ইসলাম পছন্দ করে না, এটা হারাম। আমাদের বিরুদ্ধে, আলেম-ওলামার বিরুদ্ধে অনেক অভিযোগ আনা হয়েছে। কিন্তু একটি অভিযোগও কেউ প্রমাণ করার সাহস দেখাতে পারেনি।„ রাজনীতিকে যারা পেশা হিসেবে নিয়েছে, তারাই দুর্নীতি আর চাঁদাবাজিতে জড়িয়েছে বলেও মন্তব্য করে জামায়াতে আমির বলেন, জামায়াতের রাজনীতিতে একজন শ্রমিকের সন্তানও প্রধানমন্ত্রী হতে পারবেন। (বিবিসি ওয়েব পেজ : ০৭.০২.২০২৬ নারগীস)

জাল ভোট দিতে বোরকা-নেকাব তৈরি করছে একটি দল: মাহদী আমিন

একটি রাজনৈতিক দল পরিকল্পিতভাবে ইলেকশন ইঞ্জিনিয়ারিংয়ের প্রস্তুতি নিচ্ছে এবং লক্ষ্মীপুরে ভোটের সিল তৈরির ঘটনায় সেই দলের নেতাদের জড়িত থাকা এর বড়ো প্রমাণ বলে মন্তব্য করেছেন বিএনপির কেন্দ্রীয় নির্বাচন পরিচালনা কমিটির মুখপাত্র ও চেয়ারম্যানের উপদেষ্টা মাহদী আমিন। এছাড়া, ধর্মীয় অনুভূতির অপব্যবহার করে জাল ভোট দেওয়ার উদ্দেশ্যে বিপুল-সংখ্যক বোরকা ও নেকাব তৈরি করা হচ্ছে বলেও অভিযোগ করেছেন তিনি। শনিবার দুপুরে রাজধানীর গুলশানে বিএনপির নির্বাচন পরিচালনা কমিটির কার্যালয়ে সংবাদ সম্মেলনে তিনি এসব কথা বলেন। মি.

আমিন বলেন, "লক্ষ্মীপুরে ভোটে ব্যবহারের জন্য অবৈধ সিল উদ্ধারের ঘটনায় একটি প্রিন্টিং প্রেসের মালিক গ্রেফতার হয়ে আদালতে স্বীকারোক্তিমূলক জবানবন্দিতে বলেছেন যে, জামায়াতে ইসলামীর একজন নেতার নির্দেশেই এসব সিল তৈরি করা হয়েছে।„ আসন্ন নির্বাচনে দেশের সব কেন্দ্রে, বিশেষ করে নারী ভোটকক্ষে পর্যাপ্ত-সংখ্যক নারী পোলিং অফিসার নিয়োগ নিশ্চিত করারও আহ্বান জানান তিনি। তিনি বলেন, "আইন ও বিধিমালা অনুযায়ী, ভোটারের মুখ দেখে ভোটার শনাক্তের বিষয়টি নিশ্চিত করতে হবে।„ এছাড়া আসন্ন নির্বাচনে পর্যবেক্ষক নিয়োগে নানা অসংগতি রয়েছে বলেও দাবি করেন মি. আমিন। অবাধ, সুষ্ঠু ও নিরপেক্ষ নির্বাচনের জন্য `লেভেল প্লেয়িং ফিল্ড, নিশ্চিতে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিতে নির্বাচন কমিশন ও সরকারের প্রতি আহ্বান জানান তিনি।
(বিবিসি ওয়েব পেজ : ০৭.০২.২০২৬ নারগীস)

ধানের শীষের মিছিলে করে কেন্দ্রে গিয়ে মানুষ দাঁড়িপাল্লায় ভোট দেবে: হাসনাত আবদুল্লাহ

ধানের শীষের মিছিল করে কেন্দ্রে গিয়ে মানুষ দাঁড়িপাল্লায় ভোট দেবে বলে মন্তব্য করেছেন জামায়াতে ইসলামী-এনসিপিসহ ১১ দলীয় নির্বাচনি ঐক্যের প্রার্থী হাসনাত আবদুল্লাহ। শনিবার দুপুরে নির্বাচনি গণসংযোগের সময় নেতা-কর্মীদের উদ্দেশ্যে বক্তব্য রাখেন তিনি। বলেন, "সতেরো বছরের নির্যাতিত মূল বিএনপি নেতা-কর্মীদের সরিয়ে হাইব্রিড বিএনপি জায়গা দখলে নিয়েছে।„ তৃণমূলের নির্যাতিত নেতা-কর্মীদের পাশে দাঁড়াতে নিজের নেতা-কর্মী ও সমর্থকদের আহ্বান জানান হাসনাত আব্দুল্লাহ। "তৃণমূলের যে-সব নির্যাতিত, নিপীড়িত বিএনপি নেতা-কর্মী আছে, তাদের কাঁধে হাত রাখুন। তারা কষ্টে আছে, তারা নিজেদেরকে নির্যাতিত মনে করছে,„ বলেন মি. আব্দুল্লাহ।
(বিবিসি ওয়েব পেজ : ০৭.০২.২০২৬ নারগীস)

ভোটার নম্বর এবং ভোটকেন্দ্রের তথ্য জানবেন যেভাবে

ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন এবং গণভোটে ভোটার নম্বর এবং ভোটকেন্দ্রের তথ্য জানার চারটি পদ্ধতি চালু করেছে নির্বাচন কমিশন বা ইসি। শনিবার কমিশনের জনসংযোগ অধিশাখা থেকে পাঠানো একটি সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে এ বিষয়ে বিস্তারিত জানানো হয়েছে। প্রথমত, মোবাইল অ্যাপের মাধ্যমে ভোটার নম্বর এবং ভোটকেন্দ্রের তথ্য জানা যাবে। এজন্য মোবাইলের প্লেস্টোর থেকে Smart Election Management BD অ্যাপ ইনস্টল করে এনআইডি নম্বর এবং জন্ম তারিখ দিয়ে খুঁজলেই ভোটার নম্বর, ভোটকেন্দ্রের নাম এবং কেন্দ্রের ঠিকানা সম্পর্কে জানতে পারবেন। দ্বিতীয়ত, হটলাইন নম্বর ১০৫-এ কল করে ভোটার নম্বর ও ভোটকেন্দ্রের তথ্য জানতে পারবেন ভোটাররা। প্রতিদিন ভোর ৬টা থেকে রাত ১২টা পর্যন্ত এই সেবা চালু থাকবে। এই পদ্ধতিতে তথ্য জানতে ভোটারের এনআইডি নম্বর এবং জন্ম তারিখ প্রয়োজন হবে। তৃতীয়ত, এসএমএস-এর মাধ্যমেও ভোটাররা এসব তথ্য জানতে পারবেন। মোবাইলের মেসেজ অপশনে গিয়ে PC NID লিখে ১০৫ নম্বরে মেসেজ পাঠাতে হবে।

এছাড়া, নির্বাচন কমিশনের ওয়েবসাইট ব্যবহার করেও ভোটার নম্বর এবং ভোটকেন্দ্রের তথ্য জানা যাবে। ল্যাপটপ, ডেস্কটপ কম্পিউটার কিংবা মোবাইল থেকে ecs.gov.bd ওয়েবসাইটে প্রবেশ করতে হবে। সেখানে `ভোটকেন্দ্র, মেনুতে ক্লিক করলেই ভোটকেন্দ্র অনুসন্ধানের অপশন পাওয়া যাবে। এনআইডি নম্বর এবং জন্ম তারিখ দিয়েও নির্বাচন কমিশনের ওয়েবসাইটে অনুসন্ধান করা যাবে। যেখানে গুগল ম্যাপের মাধ্যমে ভোটকেন্দ্রের দূরত্ব এবং যাওয়ার পথ সম্পর্কেও বিস্তারিত জানা যাবে বলে সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে উল্লেখ করেছে নির্বাচন কমিশন।
(বিবিসি ওয়েব পেজ : ০৭.০২.২০২৬ নারগীস)

মিয়ানমার থেকে ছোড়া গুলিতে আহত শিশুটি মারা গেছে

মিয়ানমার থেকে ছোড়া গুলিতে আহত শিশুটি ২৭ দিন পর চিকিৎসাধীন অবস্থায় মারা গেছে। নয় বছরের হুজাইফা সুলতানা গত ১১ জানুয়ারি টেকনাফের হোয়াইক্যং ইউনিয়নে মিয়ানমার থেকে আসা গুলিতে আহত হয়েছিল। এরপর প্রথমে তাকে কক্সবাজারের সদর হাসপাতালে, পরে ঢাকার জাতীয় ইনস্টিটিউট অব নিউরোসায়েন্স ও হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছিল। সীমান্ত সংশ্লিষ্ট সূত্রগুলো জানিয়েছে, সীমান্তের অন্যপাশে রাখাইন রাজ্যে আরাকান আর্মির সাথে রোহিঙ্গাদের কয়েকটি গ্রুপের সংঘর্ষের ঘটনা ঘটেছে। সেই সংঘর্ষের সময় সীমান্তের অন্য পাশ থেকে আসা গুলিতে বাংলাদেশের বেশ কয়েকজন আহত হয়।(বিবিসি ওয়েব পেজ : ০৭.০২.২০২৬ নারগীস)

চট্টগ্রাম বন্দরে রোববার থেকে আবারও লাগাতার ধর্মঘটের ঘোষণা

চট্টগ্রাম বন্দরের নিউমুরিং কন্টেইনার টার্মিনাল দুবাইভিত্তিক কোম্পানি ডিপি ওয়ার্ল্ডকে দীর্ঘমেয়াদি ইজারা চুক্তি প্রক্রিয়া বাতিল ঘোষণাসহ চার দফা দাবিতে রোববার থেকে অনির্দিষ্টকালের ধর্মঘটের ঘোষণা দিয়েছে চট্টগ্রাম বন্দর রক্ষা সংগ্রাম পরিষদ। শনিবার দুপুরে চট্টগ্রাম প্রেস ক্লাবে আয়োজিত সংবাদ সম্মেলনে পরিষদের সমন্বয়ক মো. হুমায়ুন কবির ও মো. ইব্রাহিম খোকন এই কর্মসূচি ঘোষণা করেন। সংবাদ সম্মেলনে পরিষদের নেতারা বলেন, কোনো কর্মচারী ধর্মঘট চলাকালে কাজে যাবে না। আন্দোলনে সরকারকে অনেক সময় দিলেও, কোনো কাজ হয়নি। এর ফলে অনির্দিষ্টকালের জন্য লাগাতার ধর্মঘট ঘোষণা করেছে। নেতারা বলেন, এতদিন আন্দোলন চললেও, বন্দরের

বহির্নোঙরের কার্যক্রম বন্ধ করা হয়নি। কিন্তু সরকার কোনো পদক্ষেপ না নেওয়ায়, নতুন ঘোষিত কর্মসূচিতে বহির্নোঙরের পণ্য খালাসও বন্ধ রাখার ঘোষণা দিয়েছেন তারা। এর আগে, গত শনিবার থেকে চট্টগ্রাম বন্দরে টানা বিক্ষোভ, কালো পতাকা মিছিল ও কর্মবিরতি কর্মসূচি পালন করা হয়। দাবি পূরণের আশ্বাসে বৃহস্পতিবার কর্মসূচি শিথিলের পর দুই দিনের ব্যবধানে আবারও নতুন ঘোষণা এলো। সংবাদ সম্মেলনে যে-সব দাবি উল্লেখ করা হয় তাতে রয়েছে- চট্টগ্রাম বন্দরের চেয়ারম্যানকে প্রত্যাহার, আন্দোলনরত শ্রমিক-কর্মচারী নেতাদের বিরুদ্ধে নেওয়া শাস্তিমূলক ব্যবস্থা বাতিল এবং পদে পুনর্বহাল, নেতৃবৃন্দের বিরুদ্ধে মামলাসহ কোনো ধরনের হয়রানি করা থেকে বিরত থাকা। (বিবিসি ওয়েব পেজ : ০৭.০২.২০২৬ নারগীস)

নির্বাচন অন্তর্ভুক্তিমূলক হচ্ছে না : সিপিডি

ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনকে অন্তর্ভুক্তিমূলক বলে মনে করে না বেসরকারি গবেষণা প্রতিষ্ঠান সেন্টার ফর পলিসি ডায়ালগ বা সিপিডি। বিভিন্ন জরিপের তথ্য বিশ্লেষণের তথ্য দিয়ে সিপিডি জানিয়েছে, একটি বড় জনগোষ্ঠীর মতামত ও অংশগ্রহণ উপেক্ষা করা হলে নির্বাচনের গ্রহণযোগ্যতা প্রশ্নের মুখে পড়তে পারে। শনিবার নির্বাচনি এলাকায় `সবুজ টেকসই অর্থনীতির, চালচিত্র ও প্রত্যাশা: প্রার্থী ও ভোটার জরিপের ফলাফল' শীর্ষক এক মিডিয়া ব্রিফিংয়ে গবেষণা সংস্থাটি এসব কথা বলেছে। সিপিডির গবেষণা পরিচালক খন্দকার গোলাম মোয়াজ্জেম বলেন, অধিকাংশ জরিপে পতিত দলের ভোটারদেরকে এবারের নির্বাচনে নির্ণায়ক ফ্যাক্টর হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে। এটা দিয়ে বোঝা যায় যে, "একটি বৃহৎ অংশের ভোটারকে তার চাহিদামতো তাকে ভোট করতে দেওয়ার সুযোগ দেওয়া হচ্ছে না,„ বলেন তিনি। তবে, ঘোষিত ইশতেহারের দিকে রাজনৈতিক দলগুলোর নজর বাড়ছে বলেও মনে করে গবেষণা প্রতিষ্ঠানটি। রাজনৈতিক দলগুলো অর্থনীতির অনেকটা ভেতরে ঢুকে সেই অনুযায়ী সমস্যাগুলো বলার চেষ্টা করেছে। যদিও নির্বাচিত হয়ে এগুলো তারা বাস্তবায়নের সক্ষমতা রাখে কি না এই প্রশ্নও তুলেছে প্রতিষ্ঠানটি। "আগের তুলনায় এবারের নির্বাচনে অংশগ্রহণকারী দলগুলোর অন্তত মেনিফেস্টোর (ইশতেহারের) ব্যাপারে তাদের বেটার কমিটমেন্ট রয়েছে। কে ক্ষমতায় যাবেন জানি না,„ বলেন তিনি। (বিবিসি ওয়েব পেজ : ০৭.০২.২০২৬ নারগীস)

ভোটকেন্দ্রে ২৫ হাজার ৭০০ বডি ওর্ন ক্যামেরা দেওয়া হচ্ছে: প্রেস সচিব শফিকুল আলম

ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে আইন-শৃঙ্খলা বাহিনীর প্রায় নয় লক্ষ সদস্য দায়িত্ব পালন করবেন এবং দেশের প্রায় ৪৩ হাজার ভোটকেন্দ্রে ২৫ হাজার ৭০০ বডি ওর্ন ক্যামেরা দেওয়া হচ্ছে বলে শনিবার সন্ধ্যায় সংবাদ সম্মেলনে এসব তথ্য জানান প্রধান উপদেষ্টার প্রেস সচিব শফিকুল আলম। তিনি বলেন, নির্বাচনে সারা দেশে ১ লক্ষ ৮ হাজার ৮৮৫ জন সামরিক বাহিনীর সদস্য দায়িত্ব পালন করবেন। এছাড়া, বিজিবি ৩৭ হাজার ৪৫৩ জন, ৩ হাজারের বেশি কোস্টগার্ড সদস্য এবং ৫ লাখ ৬৭ হাজার ৮৬৬ জন আনসার সদস্য রোববার থেকে কাজ শুরু করবেন। ১১ ফেব্রুয়ারি সকাল থেকে ১ লাখ ৫৭ হাজার পুলিশ সদস্য এবং র‍্যাবের নির্দিষ্ট-সংখ্যক সদস্য সময়মতো ২৯৯টি আসনে নির্বাচনি দায়িত্ব পালন শুরু করবেন বলেও জানান মি. আলম। এছাড়া, পোস্টাল ভোটের ৪ লাখ ২২ হাজার ৯৬০ জনের ব্যালট ইতোমধ্যে বাংলাদেশে পৌঁছানোর কথাও জানান তিনি। দেশের বাইরে থেকে পোস্টাল ব্যালটে যারা ভোট দিয়েছেন, তার ৯৪ শতাংশই পুরুষ ভোটার বলেও জানান। এই ব্রিফিংয়ে জানানো হয়, নির্বাচনে প্রায় ৪০০ জন বিদেশি পর্যবেক্ষক, প্রায় ৫০ হাজারের মতো দেশি পর্যবেক্ষক এবং ১২০ জনের মতো বিদেশি সাংবাদিক দায়িত্ব পালন করবেন। নির্বাচন সুরক্ষা অ্যাপ পুরোপুরি চালু হয়েছে বলেও জানান প্রেস সচিব। বলেন, নির্বাচনি কর্মকর্তা এবং সুরক্ষা কর্মকর্তারা এই অ্যাপ ব্যবহার করবেন, যার মাধ্যমে নির্বাচনের সময় আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতিতে নজর রাখা হবে। (বিবিসি ওয়েব পেজ: ০৭.০২.২০২৬ এলিনা)

কর্মবিরতির পর লাগাতার ধর্মঘটের ডাক, চট্টগ্রাম বন্দর ঘিরে কী হচ্ছে?

চট্টগ্রাম বন্দরের নিউমুরিং কনটেইনার টার্মিনাল বা এনসিটি আরব আমিরাত-ভিত্তিক প্রতিষ্ঠান ডিপিওয়ার্ল্ডকে ইজারা দেওয়ার সিদ্ধান্তের প্রতিবাদে রোববার থেকে লাগাতার ধর্মঘটের ডাক দিয়েছে চট্টগ্রাম বন্দর রক্ষা সংগ্রাম পরিষদ। এই কর্মসূচিতে এবার বন্দরের বহির্নোঙরেও কাজ বন্ধের ঘোষণা দেওয়া হয়েছে। শনিবার দুপুরে চট্টগ্রাম প্রেসক্লাবে এক সংবাদ সম্মেলন থেকে এই কর্মসূচির ঘোষণা দেওয়া হয়। বন্দরের এনসিটি, ডিপি ওয়ার্ল্ডের হাতে ইজারা দেওয়ার প্রক্রিয়া বাতিলের দাবিতে গত শনিবার থেকে আট ঘণ্টা করে তিনদিন এবং মঙ্গলবার থেকে লাগাতার কর্মবিরতি পালন করে আসছিল সংগঠনটি। শ্রমিক-কর্মচারীদের কর্মবিরতিতে ছয় দিন অচল অবস্থায় ছিল বন্দর। এতে বন্দরের জেটি, টার্মিনাল, শেড ও ইয়ার্ডে পণ্যবাহী কনটেইনার জমে বড়ো ধরনের ক্ষতির মুখে পড়েছে বলে ব্যবসায়ীরা দাবি করেছেন, তাদের অনেকে পড়েছেন নানা রকম সংকটে। এমন অবস্থায় রোববার থেকে লাগাতার ধর্মঘটের ঘোষণার পর শ্রমিক কর্মচারীদের সাথে বৈঠক ডেকেছে বন্দর কর্তৃপক্ষ। চট্টগ্রাম বন্দর কর্তৃপক্ষের সচিব মোহাম্মদ ওমর ফারুক বিবিসি বাংলাকে বলেছেন, "নৌ-পরিবহন উপদেষ্টা তাদের (আন্দোলনকারীদের) অনুরোধ করেছেন। চেয়ারম্যানও রোববার তাদের সাথে বৈঠক করবেন। তাদের সাথে কথা বলার পর আশা করি এই নিয়ে সংকট থাকবে না।„ এর আগে, গত শনিবার থেকে লাগাতার কর্মসূচি ঘোষণা দেয় শ্রমিক সংগ্রাম পরিষদ। পরে গত বৃহস্পতিবার নৌ-পরিবহন

উপদেষ্টা এম সাখাওয়াত হোসেন তাদের সঙ্গে বৈঠকে বসেন। পরে দুইদিনের জন্য কর্মসূচি স্থগিতের ঘোষণা দেন সংগ্রাম পরিষদের নেতারা। এরপর হঠাৎ করে শনিবার সংবাদ সম্মেলন করে নতুন এই কর্মসূচির ঘোষণা দেওয়ায় বন্দর ঘিরে সংকট ঘনীভূত হচ্ছে বলে মনে করছেন বিশ্লেষকরা।

তারা বলছেন, এর আগে বন্দরে বিভিন্ন সময় ধর্মঘট পালন হলেও, সেটি এনসিটিতেই সীমাবদ্ধ ছিল। বহিঃনোঙ্গরে ধর্মঘট কিংবা এত বড় পরিসরে কখনও আন্দোলন হয়নি। এতে বন্দরেরে ক্ষতির চেয়ে জাতীয় অর্থনীতিতেই বেশি প্রভাব ফেলবে বলেও মনে করছেন তারা।

শ্রমিক দল থেকে সংগ্রাম পরিষদ

চট্টগ্রাম বন্দরের নিউমুরিং কনটেইনার টার্মিনাল বা এনসিটি আরব আমিরাত-ভিত্তিক প্রতিষ্ঠান ডিপিওয়ার্ল্ডকে ইজারা দেওয়ার সিদ্ধান্তের প্রতিবাদে শুরু থেকেই আন্দোলন করে আসছিল চট্টগ্রাম বন্দর জাতীয়তাবাদী শ্রমিকদল। সরকারের এই সিদ্ধান্তের প্রতিবাদে গত শনিবার, অর্থাৎ গত ৩১ জানুয়ারি থেকে কর্মবিরতির ডাক দেওয়া হয় আন্দোলনকারীদের পক্ষ থেকে। শ্রমিক-কর্মচারীদের কর্মবিরতিতে ছয় দিন অচল অবস্থায় ছিল বন্দর। বন্দরের জেটি, টার্মিনাল, শেড ও ইয়ার্ডে পণ্যবাহী কনটেইনার জট তৈরি হয়। এমন পরিস্থিতিতে শ্রমিক কর্মচারীদের সাথে গত বৃহস্পতিবার বৈঠকে বসেন নৌ-পরিবহন উপদেষ্টা এম সাখাওয়াত হোসেন। বৈঠকের পর শুক্র ও শনিবার দুইদিন কর্মসূচি স্থগিত করেন আন্দোলনরত শ্রমিক কর্মচারীরা। ওইদিন তারা আল্টিমেটাম দিয়ে জানান, আরব আমিরাত-ভিত্তিক প্রতিষ্ঠান ডিপিওয়ার্ল্ডকে ইজারা দেওয়ার সিদ্ধান্ত থেকে সরকার সরে না আসে রোববার থেকে পুনরায় কর্মসূচি শুরু হবে। সরকারের পক্ষ থেকে কোনো সাড়া না পাওয়ায় শনিবার দুপুরে চট্টগ্রাম প্রেসক্লাবে সংবাদ সম্মেলন করা হয় 'বন্দর রক্ষা সংগ্রাম পরিষদ' এই ব্যানারে। সেখানে রোববার সকাল ৮টা থেকে অনির্দিষ্টকালের জন্য লাগাতার ধর্মঘটের ডাক দেয় তারা। এর আগে, শুধু এনসিটিতে ধর্মঘট চললেও রোববারের ধর্মঘটে বহির্নোঙরের কাজও বন্ধ থাকবে বলে ঘোষণা দেওয়া হয় সংবাদ সম্মেলনে।

এই আন্দোলনের নেতৃত্বে আছেন চট্টগ্রাম বন্দর জাতীয়তাবাদী শ্রমিক দলের সাধারণ সম্পাদক ইব্রাহিম খোকন। সরকারের সিদ্ধান্তের প্রতিবাদে গত কয়েক মাস ধরে তারা যে-সব কর্মসূচি পালন করছিল, সেটি ছিল শ্রমিক দলের ব্যানারে। গত সপ্তাহ থেকে তাদের এই কর্মসূচি শুরু হয় বন্দর রক্ষা সংগ্রাম পরিষদের ব্যানারে। সংগ্রাম পরিষদের সমন্বয়ক ও বন্দর শ্রমিক দলের সাধারণ সম্পাদক মি. খোকন বিবিসি বাংলাকে বলেন, "চট্টগ্রাম বন্দর শ্রমিক দল গত দেড় বছর বিভিন্ন কর্মসূচি পালন করেছে এই সিদ্ধান্তের প্রতিবাদে।„ "শ্রমিক দলের পাশাপাশি আরো বেশ কয়েকটা শ্রমিক সংগঠনও আছে। তারাও আন্দোলনে যোগ দেওয়ায়, এখন আমরা শ্রমিক দলের ব্যানারে না করে চট্টগ্রাম বন্দর রক্ষা সংগ্রাম পরিষদের আন্দোলন করছি গত সপ্তাহ থেকে,„ বলেন তিনি।

আন্দোলন চালিয়ে যাওয়ার ঘোষণা

সরকারের নৌ-পরিবহন উপদেষ্টা, বন্দর কর্তৃপক্ষের সাথে দফায় দফায় আলোচনার পরও দাবি না মানায় গত সপ্তাহ থেকে কর্মবিরতিতে যায় আন্দোলনকারীরা। শনিবার চট্টগ্রাম প্রেসক্লাবে চার দফা দাবি জানিয়ে সংবাদ সম্মেলন করে বন্দর রক্ষা সংগ্রাম পরিষদ। এই দাবিগুলো হচ্ছে- এনসিটি ডিপি ওয়ার্ল্ডকে লিজ না দেওয়ার বিষয়ে সরকার কর্তৃক ঘোষণা দেওয়া, বন্দর চেয়ারম্যানকে প্রত্যাহার করে আইনের আওতায় এনে জিজ্ঞাসাবাদ করা, আন্দোলনরত কর্মচারীদের বিরুদ্ধে এখন পর্যন্ত গৃহীত শাস্তিমূলক ব্যবস্থা বাতিল এবং আন্দোলনকারীদের বিরুদ্ধে কোনো আইনগত ব্যবস্থা না নেওয়া। আন্দোলনকারী শ্রমিকরা বলছেন, তাদের এই দাবি না মানা হলে তারা রোববার থেকে ডাকা এই কর্মসূচি থেকে সরে আসবেন না। আন্দোলনের সমন্বয়ক ও শ্রমিক দল নেতা ইব্রাহীম খোকন বিবিসি বাংলা বলেন, "আমরা আমাদের অবস্থানেই অনড় আছি। আমাদের দাবি পূরণ না হওয়া পর্যন্ত যে লাগাতার কর্মসূচির ডাক দিয়েছি তা পালন করে যাবো।„ তিনি বলেন, এর আগে আওয়ামী লীগ সরকারও ডিপি ওয়ার্ল্ডকে বন্দর দিতে চেয়েছিল। তখন প্রত্যেক শ্রমিককে ২৩ লাখ টাকা করে দিয়ে বিদায় করার চেষ্টা করেছিল তৎকালীন সরকার। এতে অনেক কর্মচারী চাকরি হারাতো। শ্রমিক নেতারা বলছেন, সরকার যদি এই সিদ্ধান্ত থেকে সরে না আসে, তারা তাদের ঘোষিত কর্মসূচি অনুযায়ী আগের অবস্থানেই অনড় থাকবে। চট্টগ্রাম বন্দরের সচিব মোহাম্মদ ওমর ফারুক বিবিসি বাংলাকে বলেন, "কাল আমাদের চেয়ারম্যান শ্রমিক সংগঠনগুলোর সাথে কথা বলবেন। আমরা আশা করছি, তাদের সাথে আলোচনার এক পথ বের হয়ে আসবে। আমরা দেখছি।„

বড়ো অর্থনৈতিক ক্ষতির আশঙ্কা

চট্টগ্রাম বন্দর দিয়ে সমুদ্রপথে আমদানি-রপ্তানি পণ্যের ৭৮ শতাংশ পরিবহণ হয়। আর কনটেইনার পরিবহণের কার্যত একমাত্র বন্দর এই চট্টগ্রামই। এই বন্দর দিয়ে কনটেইনারের ৯৯ শতাংশ পণ্য পরিবহণ হয়। বন্দর স্থগিত বন্ধ হলে কনটেইনারে রপ্তানি প্রায় পুরো বন্ধ হয়ে যায়। কনটেইনারে আমদানি করা শিল্পের কাঁচামাল খালাসও বন্ধ হয়ে পড়ে। কর্মবিরতির কারণে মঙ্গলবার ও বুধবার কোনো কনটেইনার খালাস হয়নি বন্দরে। ৫৯ হাজার কনটেইনার ধারণক্ষমতার বন্দরে বর্তমানে ৩৭ হাজার ৩১২টি কনটেইনার জমা পড়েছে। বেসরকারি কনটেইনার ডিপোগুলোতে

রপ্তানি পণ্যবাহী কনটেইনারের স্তূপ আরও বাড়ছে। বন্দরের ভেতর জেনারেল কার্গো বার্থ, চিটাগং কনটেইনার টার্মিনাল ও নিউমুরিং কনটেইনার টার্মিনাল- এই তিনটি মূল টার্মিনালেই কার্যক্রম সম্পূর্ণ বন্ধ হয়ে পড়ে। বন্দরের জেটি ও বহির্নোঙরে পণ্য খালাসের অপেক্ষায় বাড়ছে জাহাজের পরিমাণ। এমন অবস্থায় রোববার থেকে লাগাতার ধর্মঘটে সংকট আরো বাড়ার আশঙ্কা করছেন বিশ্লেষকরা। চট্টগ্রাম বন্দর কর্তৃপক্ষে সাবেক মেম্বার (সদস্য) মো. জাফর আলম বিবিসি বাংলাকে বলেন, "এতে পণ্য আমদানি রফতানি বন্ধ থাকবে। এক ধরনের অর্থনৈতিক সংকট তৈরি হবে। অনেক রফতানি অর্ডার বাতিল হয়ে যেতে পারে। কিন্তু সবচেয়ে বড়ো ক্ষতি যেটা হবে, সবচেয়ে বাজে একটা সিগন্যাল বাইরে যাবে চট্টগ্রাম বন্দর সম্পর্কে।„ তিনি বলছিলেন, এনসিটি যদি একদিন বন্ধ থাকে, তাহলে দিনে গড়ে তিন কোটি টাকার মতো ক্ষতি হয়। বন্দরের এই কার্যক্রম বন্ধ থাকলে বন্দর কর্তৃপক্ষের যা ক্ষতি, তার চেয়ে বেশি ক্ষতি হবে দেশের অর্থনীতির। মি. আলম বলেন, "লাগাতার অবরোধের ফলে অপ্রত্যাশিতভাবে অনেকদিন বাণিজ্যিক জাহাজ বন্দরে আটকে থাকবে। ভাড়া বেড়ে যাবে, যদি এটা দীর্ঘদিন ধরে হয়। অনেকে শিডিউল মিস করবে। এটা ব্যবসায়ীদের জন্য অনেক বড়ো ক্ষতি।„ (বিবিসি ওয়েব পেজ : ০৭.০২.২০২৬ আলী আহমেদ)

ইশতেহারে সংখ্যালঘুদের উপেক্ষা করেছে দলগুলো, অভিযোগ `হিন্দু-বৌদ্ধ-খ্রিষ্টান ঐক্য, পরিষদের

রাজনৈতিক দলগুলোর নির্বাচনি ইশতেহারে সংখ্যালঘুদের স্বার্থ ও অধিকার নিশ্চিতের বিষয়টি উপেক্ষিত থাকায় ক্ষোভ ও উদ্বেগ জানিয়েছে বাংলাদেশ `হিন্দু-বৌদ্ধ-খ্রিষ্টান ঐক্য, পরিষদ। শনিবার গণমাধ্যমে পাঠানো এক প্রেস বিবৃতিতে সংগঠনটি দাবি করেছে, বিএনপিসহ দেশের প্রায় সব রাজনৈতিক দল তাদের নির্বাচনি ইশতেহারে সংখ্যালঘু জনগোষ্ঠীর স্বার্থ ও অধিকার রক্ষা এবং তাদের নিরাপত্তা নিশ্চিতের বিষয়টি সামগ্রিকভাবে উপেক্ষিত রেখেছে। এছাড়া, সাম্প্রদায়িক সহিংসতার ঘটনাকে `নিছক রাজনৈতিক বিষয়, উল্লেখ করে আন্তর্জাতিক গণমাধ্যমে দেওয়া বিএনপি মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীরের একটি বক্তব্যের নিন্দা জানিয়েছে সংগঠনটি। তারা বলছে, "নির্বাচনের আগে রাজনৈতিক দল এবং জোটসমূহের সংখ্যালঘু জনগোষ্ঠীকে উপেক্ষা এবং অবহেলার নেতিবাচক প্রভাব নির্বাচনেও প্রতিফলিত হতে পারে।„(বিবিসি ওয়েব পেজ: ০৭.০২.২০২৬ এলিনা)

বিদেশে যেতে বাংলাদেশিদের 'ভিসা সংকট' কাটছে না কেন?

"সব ধরনের কাগজপত্র যাচাই করেই ভিসার জন্য জমা দিয়েছিলাম, কিন্তু আমার আবেদন রিজেক্ট (বাতিল করা) হয়েছে। কেন এমন হলো এ বিষয়ে কোনো ব্যাখ্যাও আমি পাইনি।„ বিবিসি বাংলাকে এভাবেই বলছিলেন শিক্ষার্থী ভিসায় অস্ট্রেলিয়া যেতে ইচ্ছুক ঝিনাইদহের বাসিন্দা মোহাম্মদ মাজহারুল ইসলাম। দেশটির একটি বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তির সুযোগ পেয়েও, শেষমেষ ভিসা জটিলতায় যেতে পারেননি তিনি। যুক্তরাষ্ট্রে ভ্রমণ ভিসার জন্য অনেকদিন ধরেই চেষ্টা করছেন ঢাকার মোহাম্মদপুর এলাকার বাসিন্দা মোহাইমিনুল খান ও তার পরিবার। বিবিসি বাংলাকে মি. খান বলছেন, ট্রাম্প প্রশাসন ক্ষমতায় আসার পর থেকেই ভিসা নিয়ে জটিলতা বেড়েছে। দেশটির নতুন ভিসা বন্ড তালিকায় বাংলাদেশের নাম যুক্ত হওয়ায় পরিস্থিতি আরও কঠিন হয়েছে। দেশের বাইরে উচ্চশিক্ষা কিংবা কর্মী ভিসায় যেতে ইচ্ছুক, এমন আরো কয়েকজন এবং ভিসা প্রসেসিংয়ের কাজে যুক্তদের সঙ্গে কথা বলে বাংলাদেশিদের ভিসা না হওয়ার উল্লেখযোগ্য কয়েকটি কারণ চিহ্নিত করা গেছে। প্রথমত, ভিসা আবেদনের সময় সঠিক নথি জমা না দিয়ে ভুয়া কাগজপত্রের ব্যবহার হচ্ছে ব্যাপকভাবে। অনেকেরই শিক্ষাগত যোগ্যতা, অভিজ্ঞতার সনদ, প্রশিক্ষণ সনদ এবং ব্যাংক স্টেটমেন্টের ভুয়া কাগজ জমা দেওয়ার প্রবণতা রয়েছে। দ্বিতীয়ত, ভ্রমণ ভিসায় কোনো দেশে গিয়ে থেকে যাওয়া, কিংবা এক দেশে গিয়ে অন্য দেশে অবৈধভাবে চলে যাওয়ার প্রবণতাও অনেক। এর ফলে একদিকে যেমন সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি নিজের ক্ষতি করছেন, তেমনি পরবর্তীতে সৎ উপায়ে যেতে চাওয়া অন্যদেরও ভিসা না পাওয়ার কারণ হচ্ছেন তিনি। তৃতীয়ত, দেশের অভ্যন্তরীণ রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক এবং সুশাসন প্রেক্ষাপট।

এমনিতেই নানা কারণে বাংলাদেশিদের ভিসা দেওয়ার ক্ষেত্রে বিশেষ সতর্কতা নিয়ে থাকে যুক্তরাষ্ট্র ও ইউরোপের অনেক দেশ। তার সঙ্গে যুক্ত হয়েছে দেশের বর্তমান অভ্যন্তরীণ রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক পরিস্থিতিও। বিশেষজ্ঞরা বলছেন, একজন ব্যক্তিকে ভিসা দেওয়ার সময় সংশ্লিষ্ট দেশের রাজনৈতিক ও আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতিও বিবেচনায় নেয় অন্য দেশ। পাশাপাশি দুই দেশের সরকারের মধ্যে সম্পর্কের বিষয়টিও এক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ। সম্প্রতি বিশ্বজুড়ে বাংলাদেশিদের ভিসা পাওয়ার হার উল্লেখযোগ্য হারে কমেছে। একদিকে অভ্যন্তরীণ নীতির কারণে ইউরোপ-আমেরিকার দেশগুলো ভিসা দেওয়ার হার যেমন কমিয়েছে, অন্যদিকে মধ্যপ্রাচ্যের বেশিরভাগ দেশের শ্রমবাজারও বাংলাদেশিদের জন্য কার্যত বন্ধ। অস্ট্রেলিয়া, জাপান ও সিঙ্গাপুরে জনশক্তি ও শিক্ষার্থী ভিসায় কিছু মানুষ যেতে পারলেও সংখ্যা খুবই নগণ্য। থাইল্যান্ড, মালয়েশিয়া, এবং সিঙ্গাপুরের ভিসা কিছুটা নাগালের মধ্যে থাকলেও, বাংলাদেশের অভ্যন্তরীণ রাজনৈতিক প্রক্রিয়ার ওপর ভবিষ্যৎ নির্ভর করছে।

এছাড়া, দুই দেশের অভ্যন্তরীণ রাজনৈতিক বাস্তবতায় বাংলাদেশিদের ভিসা দেওয়ার হার কমিয়েছে পার্শবর্তী দেশ ভারতও। এমন পরিস্থিতিতে মেয়াদোত্তীর্ণ নথি কিংবা অবৈধভাবে থেকে যাওয়া বাংলাদেশিদের ডিপোর্ট করা বা ফিরিয়ে

দেওয়ার ঘটনাও বেড়েছে। ব্র্যাক মাইগ্রেশন সেন্টারের দেওয়া তথ্য অনুযায়ী, প্রতিবছর বিভিন্ন দেশ থেকে গড়ে প্রায় এক লাখ বাংলাদেশিকে নানা কারণে দেশে ফেরত পাঠানো হয়।

ভিসা নিয়ে কেন সংকট?

অনেকদিন ধরেই বিভিন্ন দেশের ভিসা পেতে জটিলতায় পড়ছেন বাংলাদেশের নাগরিকরা। শ্রমবাজারের পরিস্থিতিও খুব একটা স্বস্তির নয়। বরং পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের মধ্যে 'অ্যান্টি ইমিগ্র্যান্ট' সেন্টিমেন্ট বা অভিবাসনবিরোধী মানসিকতা বাড়তে থাকায় অনেক দেশই একদিকে যেমন বৈধভাবে মানুষ নিচ্ছে না, আবার অনেককে ফেরতও পাঠাচ্ছে। ব্র্যাক মাইগ্রেশনের তথ্য অনুযায়ী, কেবল ইউরোপের বিভিন্ন দেশ থেকে গত আট বছরে অন্তত চার হাজার বাংলাদেশিকে দেশে ফেরত পাঠানো হয়েছে। ট্রাম্প প্রশাসন দায়িত্ব নেওয়ার পর যুক্তরাষ্ট্র থেকেও গত এক বছরে অন্তত ৩০০ জন বাংলাদেশিকে ফেরত পাঠানো হয়। শ্রমশক্তি রপ্তানির ক্ষেত্রেও সংকটে বাংলাদেশ। জনশক্তি রপ্তানিকারকদের সংগঠন বায়রার সাবেক যুগ্ম মহাসচিব মোহাম্মদ ফখরুল ইসলাম বিবিসি বাংলাকে বলছেন, বাংলাদেশ থেকে আনুষ্ঠানিকভাবে কেবল সৌদি আরবে কিছু মানুষ যেতে পারছেন। এছাড়া বাহরাইন, কাতার, সংযুক্ত আরব আমিরাত, মালয়েশিয়াসহ অনেক দেশই বাংলাদেশ থেকে শ্রমশক্তি আমদানি বন্ধ রেখেছে। মি. ইসলাম বলছেন, "জাপান এবং সিঙ্গাপুরে অল্প সংখ্যক দক্ষ জনশক্তি গেলেও, বাকি কোনো দেশেই আর সুযোগ নেই এই মুহূর্তে।„ শিক্ষার্থী কিংবা পর্যটন ভিসার ক্ষেত্রে সমস্যা আরও জটিল। এই খাতের বিশেষজ্ঞরা বলছেন, কোনো দেশে গিয়ে অবৈধভাবে থেকে যাওয়া, ভুয়া সার্টিফিকেট, তথ্য জালিয়াতিসহ নানা কারণে বাংলাদেশিদের জন্য ভিসা দেওয়ার প্রক্রিয়া অনেক বেশি জটিল করেছে বিভিন্ন দেশ। পর্যটন ব্যবসার সঙ্গে জড়িত ইরাম খান বলছেন, পর্যটনের জন্য নেপাল এবং শ্রীলঙ্কার পাশাপাশি বর্তমানে চীনে কিছু মানুষ যাচ্ছেন। এছাড়া থাইল্যান্ড, মালয়েশিয়া, এবং সিঙ্গাপুরে ভিসার প্রক্রিয়া এখনো নাগালের মধ্যে রয়েছে বলেও জানান তিনি।

তবে রাজনৈতিক পরিস্থিতি ঠিক না হলে শিগ্‌গিরই এই দেশগুলোও বাংলাদেশের জন্য ভিসা দেওয়ার প্রক্রিয়া কঠিন করতে পারে বলেই মনে করেন তিনি। "নির্বাচনের পর পরিস্থিতি পরিবর্তন হওয়ার আশা করছি আমরা,„ বিবিসি বাংলাকে বলেন মি. খান। আন্তর্জাতিক পরিসরে অনেকদিন ধরেই বিভিন্ন দেশ বাংলাদেশের পাসপোর্টকে তেমন গুরুত্বের জায়গায় রাখছে না। এক্ষেত্রে নানা কারণে একটি অনাস্থা তৈরি হয়েছে বলে মনে করেন বিশেষজ্ঞরা। ব্র্যাক মাইগ্রেশন অ্যান্ড ইয়ুথ প্ল্যাটফর্ম এর সহযোগী পরিচালক শরিফুল হাসান বলছেন, যুক্তরাজ্য, যুক্তরাষ্ট্র বাংলাদেশের অনেক নাগরিককে ফেরত পাঠাচ্ছে। বাংলাদেশ থেকে গিয়ে আবেদন করা আশ্রয়ের আবেদনও সম্প্রতি অনেক বেশি বাতিল হচ্ছে। ব্র্যাক মাইগ্রেশন সেন্টারের সাম্প্রতিক এক গবেষণায় দেখা গেছে, বাংলাদেশ থেকে যারা বিদেশ যেতে চায়, তাদের অন্তত ৮০ শতাংশই দালাল বা মধ্যস্বত্বভোগী নির্ভর। "দালাল বা মধ্যস্বত্বভোগীরা যে ধরনের কাগজ তৈরি করে দেয়, বাংলাদেশের বেশিরভাগ মানুষ তার ওপরই নির্ভর করে,„ বলেন তিনি। এসব কারণেই বিভিন্ন দেশের ভিসা পাওয়ার ক্ষেত্রে জটিলতায় পড়েন বাংলাদেশিরা। তবে অভ্যন্তরীণ রাজনৈতিক প্রেক্ষাপট, সাম্প্রতিক সময়ে ভিসা না পাওয়া বা বিভিন্ন দেশের বাংলাদেশিদের নেওয়ার ক্ষেত্রে আগ্রহ কম থাকার একটি বড় কারণ বলেও মনে করেন মি. হাসান।

রাষ্ট্র নাকি ব্যক্তি, দায় কার

ভিসা পাওয়ার জন্য ভুয়া ব্যাংক স্টেটমেন্ট, জাল অভিজ্ঞতা সনদ বা শিক্ষাগত যোগ্যতার সনদ জমা দেওয়া, ভিসার শর্ত লঙ্ঘন ও অবৈধ অবস্থান এমন নানা বিষয় একটি দেশের নাগরিককে ভিসা না দেওয়ার ক্ষেত্রে ভূমিকা রাখে। বাংলাদেশের বেলায় এখানেই নেতিবাচক অবস্থা সৃষ্টি হয়েছে বলে মনে করেন পররাষ্ট্র উপদেষ্টা মো. তৌহিদ হোসেন। বিশ্বের বিভিন্ন দেশ বাংলাদেশিদের ভিসা না দেওয়ার কারণ হিসেবে দেশের অভ্যন্তরীণ 'সিস্টেমকে' দায়ী করেছেন অন্তর্বর্তী সরকারের এই উপদেষ্টা। তিনি বৃহস্পতিবার পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে সাংবাদিকদের বলছেন, "এটা দেশের দায়। আমাদের পুরো সিস্টেমের দায়। পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়েরও না, আমার ব্যক্তিগতভাবেও না। কারণ, পৃথিবী জুড়ে প্রচুর সুযোগ আছে। আমরা সেটা ব্যবহার করতে পারছি না নিজেদের দোষে।„ পাসপোর্ট, ভিসার ক্ষেত্রে জালিয়াতির প্রসঙ্গ অতীতে সামনে এনেছিলেন প্রধান উপদেষ্টা নিজেও। বিদেশে যাওয়ার ক্ষেত্রে ভুয়া কাগজপত্র কিংবা ভিসা পেতে জালিয়াতির ঘটনা বাংলাদেশে নতুন নয়। এর ফলে বৈশ্বিক পরিসরে বাংলাদেশের সম্মানহানি নিয়ে কথা বলতে দেখা গেছে অতীতের সরকারগুলোকেও। কিন্তু এই পরিস্থিতি থেকে বের হতে কার্যকর পদক্ষেপ কখনই নেওয়া হয়নি বলেই মনে করেন সাবেক রাষ্ট্রদূত এবং অভিবাসন বিশেষজ্ঞরা। সাবেক রাষ্ট্রদূত মুন্সি ফয়েজ আহমেদ বলছেন, ভিসা পাওয়ার ক্ষেত্রে যেমন ব্যক্তি দায়ও রয়েছে, তেমনি রাষ্ট্রের অভ্যন্তরীণ ব্যবস্থাপনায়ও গলদ রয়েছে। তিনি বলছেন, "কেউ ভুল তথ্য দিচ্ছেন, আবার অনেকে ওই দেশে গিয়ে এমন কিছু করছেন, যাতে সংশ্লিষ্ট দেশের কাছে বাংলাদেশের ভাবমূর্তি নষ্ট হচ্ছে। ফলে পরবর্তীতে তারাও বাংলাদেশের কাউকে ভিসা দিতে দুইবার ভাবছে।„

এছাড়া, দেশের অভ্যন্তরীণ রাজনৈতিক অস্থিতিশীলতা এবং সরকারের ওপর আস্থা না থাকাকেও দায়ী করছেন সাবেক এই রাষ্ট্রদূত। "আগে থেকেই অনেক সমস্যা রয়েছে, সেই সাথে বর্তমান সরকারের নিয়ন্ত্রণের বাইরে সবকিছু,„ বলেন

তিনি। ভিসার মেয়াদ শেষ হওয়ার পরও অবৈধভাবে থেকে যাওয়ার প্রবণতা বাংলাদেশি পাসপোর্টের 'রিস্ক প্রোফাইল' বাড়িয়ে দিয়েছে বলেই মনে করেন ব্র্যাক মাইগ্রেশন অ্যান্ড ইয়ুথ প্ল্যাটফর্ম এর সহযোগী পরিচালক শরিফুল হাসান। অনেক সময় সাধারণ মানুষকে বিদেশে ভালো চাকরির প্রলোভন দেখিয়ে ভুয়া কাগজপত্র পাঠানো হয়। বিমানবন্দরে গিয়ে যখন এসব ধরা পড়ে, তখন আন্তর্জাতিক নিরাপত্তা সংস্থাগুলোর কাছে বাংলাদেশ একটি 'উচ্চ ঝুঁকিপূর্ণ' দেশ হিসেবে চিহ্নিত হয়। মি. হাসান বলছেন, ইউরোপীয় দেশগুলো বাংলাদেশিদের ক্ষেত্রে আগের চেয়ে অনেক বেশি 'ব্যাকগ্রাউন্ড চেক' এবং বায়োমেট্রিক যাচাই কঠোর করেছে। বাংলাদেশের পাসপোর্টের মান, স্বাস্থ্য সনদ, ড্রাইভিং লাইসেন্স, অ্যাকাডেমিক সার্টিফিকেট সবকিছু নিয়েই প্রশ্ন রয়েছে বলেও মনে করেন তিনি। আন্তর্জাতিক পরিসরে একটি দেশের অভ্যন্তরীণ আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতি, সুশাসন, অর্থনৈতিক পরিস্থিতি এই বিষয়গুলোও গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে করেন মি. হাসান। বিবিসি বাংলাকে তিনি বলছেন, যতক্ষণ পর্যন্ত সুশাসনের দিকে বাংলাদেশ যেতে না পারবে, ততক্ষণ পর্যন্ত দেশের নাগরিকদের বাইরে যাওয়ার জায়গাও কমবে। "নীতি-নির্ধারকরা মুখে এসব কথা বললেও, তারা যে এটা খুব একটা ঠিক করতে চায়, বিষয়টা তেমন নয়। তাহলে তাদের সন্তানকে দেশের বাইরে পড়তে পাঠাতো না, নিজেরা চিকিৎসা নিতে অন্য দেশে যেত না,„ বলেন তিনি।(বিবিসি ওয়েব পেজ : ০৭.০২.২০২৬ আলী আহমেদ)

তরুণ ভোট, নৌকা সমর্থকসহ যে-সব 'ফ্যাক্টর' হিসাব পাল্টে দিতে পারে

"আমরা একটা সুরক্ষিত বাংলাদেশ চাই। নারী পুরুষ জনগণ সবার জন্য ভাল চাই। জামায়াত আসুক, এনসিপি আসুক, স্বতন্ত্র কেউ হোক বা বিএনপি আসুক যেটাই হোক- আমাদের সবগুলো অধিকার যাতে পূরণ হয়।„ এই মন্তব্য ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের দ্বিতীয় বর্ষের শিক্ষার্থী ফারজানা আক্তারের। এবারই প্রথম জাতীয় নির্বাচনে ভোট দেবেন তিনি। এই নির্বাচনে গুরুত্বপূর্ণ ইস্যু কী হবে, এ প্রশ্নে বিবিসি বাংলাকে ফারজানা বলেন, "নিরাপত্তা, দ্রব্যমূল্য এবং দেশের সংস্কার। এছাড়া, আমাদের যে বাক্স্বাধীনতা, ওইটা যেন এখনের মতো ঠিক থাকে- এটাই আমরা চাই। আর আমাদের যাতে মেয়ে হিসেবে নিরাপত্তাটা নিশ্চিত করা হয়।„ এবার নির্বাচনে ফারজানার মতো ভোটার আছে মোট ভোটের তিনভাগের একভাগ। বিগত তিনটি নির্বাচনে অনিয়ম এবং একতরফা ভোটের কারণে এবার তরুণ ভোটারদের একটা বড় অংশ ভোটাধিকার প্রয়োগ করবেন বলে আশা করা হচ্ছে। ফারজানার সঙ্গে বিশ্ববিদ্যালয় এলাকায় আড্ডায় ছিলেন ফারহানা খানম। তরুণদের জন্য গুরুত্বপূর্ণ ইস্যু কী এ প্রশ্নে স্বল্প কথায় তার জবাব ছিল- যাতে নারীদেরকে সুন্দর চোখে দেখে, সেইফ থাকে, দুর্নীতি যাতে কম হয়, রেইপ যাতে কম হয়।„ দ্বিতীয় বর্ষের একজন ছাত্র বলছেন, "বেকার যারা আছে, তাদের চাকরির সুযোগ, যারা ব্যবসা করতে চায় তরুণ, তাদের উদ্বুদ্ধ করা, ঋণ দেওয়া। সম্পূর্ণ দুর্নীতিমুক্ত চাইতেছে তরুণরা, এরপর ঘুস ছাড়া চাকরি।„ ভোটের আগে বাংলাদেশে এগুলোই মোটামুটি সার্বজনীন ইস্যু। শিক্ষার্থীদের কথায় দেশের আপামর মানুষের প্রত্যাশারই একটা প্রতিফলন রয়েছে। এই তরুণরাই চব্বিশের গণ-অভ্যুত্থানে নেতৃত্ব দিয়েছিলেন। তরুণদের একটা আক্ষেপ দেখা গেল অন্তর্বর্তী সরকারের সংস্কার কার্যক্রম নিয়ে। অনেকে বলছেন, এ সরকার তাদের প্রত্যাশা পূরণ করতে পারেনি। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ফারজানার কথায়, "অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের যে পদক্ষেপগুলো, ওইটার মধ্যেও বেশি একটা পরিবর্তন দেখা গেল না। সবাই এমন একটা ভাব করতেছে যে, আমলা, সচিব বা সামরিক বাহিনীর কারণে চেঞ্জগুলো হলো না। ইন দ্য অ্যান্ড, রাষ্ট্রের অবকাঠামো ভেতরের দিক থেকে আমাদের যে ন্যায্য দাবিটা ছিল, ভেতর থেকে সংস্কারটা হবে, সেটা হলো না।„

তরুণ ভোট ফ্যাক্টর

চব্বিশের গণ-অভ্যুত্থানের পর বাংলাদেশে আসন্ন সংসদ নির্বাচনে তরুণ ভোট জয়-পরাজয়ে বড় ফ্যাক্টর হবে বলে অনেকেই মনে করছেন। এই তরুণ ভোটারদের ভাবনায় কী আছে, সেটি নির্বাচন ছাড়া বোঝা অসম্ভব। কারণ বিগত তিনটি নির্বাচনে ভোটের প্রকৃত চিত্র সামনে আসেনি। রাজনৈতিক বিশ্লেষক মহিউদ্দিন আহমদ তরুণ ভোট নিয়ে বলেন, এই ভোট নির্বাচনে জয় পরাজয়ে প্রধান নিয়ামক হবে। "তারা বিপুল সংখ্যায়, তারা প্রথমবারের মতো ভোট দিতে যাচ্ছে এবং তাদের মনে কী আছে, আমরা জানি না। বিএনপির মধ্যে অনেক তরুণ আছে, জামায়াতের মধ্যেও অনেক তরুণ আছে। ছাত্র সংসদ নির্বাচনগুলিতে আমরা এক ধরনের প্রবণতা আমরা দেখেছি। মাদ্রাসাগুলিতে এক ধরনের প্রবণতা আছে। কাজেই তরুণ ভোটাররা, তাদের টার্ন আউটটা বেশি হবে।„ এ বিষয়ে রাষ্ট্রবিজ্ঞানী ড. রওনক জাহান বিবিসি বাংলাকে বলেন, তারাতো (তরুণ ভোটার) আগে ভোট দেন নাই। অতএব, তাদের ভোটিং প্যাটার্ন নিয়ে কোনো ধারণা কারো নেই। "সেইজন্যই এইবারের নির্বাচনটা সব থেকে বেশি আনসার্টন সবার কাছে মনে হচ্ছে। কারণ তারা হচ্ছে থার্টি পার্সেন্ট অব ভোটার এবং তাদের ভোটিং পার্সেন্টেজ অনেক বেশি হবে, তাদের ভোটিং রেকর্ড কিছু নাই, কোনদিকে তারা ভোট দেবে। এছাড়া, তাদের খুবই হাই-এক্সপেকটেশন আছে এবং তারা নতুন বাংলাদেশ করতে চান।„

নারী ও নিরাপত্তা

বাংলাদেশের ভোটারদের মধ্যে অর্ধেকই হলো নারী। এই ভোট বাংলাদেশের আসন্ন নির্বাচনে গুরুত্বপূর্ণ হবে। তবে এর সঙ্গে নিরাপত্তা এবং আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতিও বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ হিসেবে দেখছেন বিশ্লেষকরা। মহিউদ্দিন

আহমদের কথায়, নারীরাও কিন্তু একটা সমীকরণ পাল্টে দিতে পারে। "তাদের বিপুল উপস্থিতি যদি হয় এবং সেভাবে যদি একটা অনুকূল পরিবেশ তৈরি করা যায়, তাহলে এটা নির্বাচনকে প্রভাবিত করবে। এখন নারীদের উপস্থিতি অনেকটা নির্ভর করবে আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতির উপরে। গোলমালের আশঙ্কা থাকলে, তারা অনেকেই যাবেন না। হ্যারাসড হতে চান না কেউ।" ভোটের দিন পরিস্থিতি কেমন হয়, সেটি নির্বাচনে প্রভাব ফেলে। ভোটার উপস্থিতিতেও নিরাপত্তার ইস্যুটি গুরুত্বপূর্ণ হবে। এরই মধ্যে দুই প্রতিদ্বন্দ্বী জোটের শীর্ষ নেতাদের নির্বাচনি প্রচারে ভোটকেন্দ্র পাহারা দেওয়ার আহ্বান জানাতে দেখা যাচ্ছে, যা নিয়ে শঙ্কা প্রকাশ করেন রাষ্ট্রবিজ্ঞানী রওনক জাহান। "অলরেডি যে-সব কথাবার্তা বলা হচ্ছে, আপনারা সকালে গিয়ে ভোটকেন্দ্র পাহারা দেন। এখন যদি দুইটা বড় অ্যালায়েন্স, তাদের দুই দলেরই কর্মী যদি গিয়ে ভোটকেন্দ্র পাহারা দিতে যায়, চেষ্টা করে এবং করবে, হয়ত বা তখন যে একটা মুখোমুখি সংঘর্ষ হবে না, সেটাতো বলা যাচ্ছে না। আর যদি সকালের দিকে এ রকম একটা সংঘর্ষ হয়, তাহলে তো নারী ভোটাররা ভয়ের চোটে আসতে চাইবে না।" বিভিন্ন স্থানে প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীদের কর্মী সমর্থকরা দ্বন্দ্বে জড়িয়ে পরছেন। রাষ্ট্রবিজ্ঞানী রওনক জাহান মনে করেন, নির্বাচনে নিরাপত্তা নিয়ে এবং সহিংসতা নিয়ে দুটি গ্রুপের উদ্বেগ সবচেয়ে বেশি। প্রথমত, নারী এবং সংখ্যালঘু সম্প্রদায়।

ফ্যাক্টর নৌকার ভোট

এবার নির্বাচনে অংশ নিতে পারেনি কার্যক্রম নিষিদ্ধ আওয়ামী লীগ। তাদের ভোটব্যাংক নিয়ে প্রধান প্রতিদ্বন্দ্বী দলগুলোর মধ্যে একটা প্রতিযোগিতা দেখা যাচ্ছে। নৌকার ভোটাররা অনেক আসনে বড় ফ্যাক্টর হতে পারে বলেও বিশ্লেষণ রয়েছে। রাজনৈতিক বিশ্লেষক মহিউদ্দিন আহমদ মনে করেন, আওয়ামী লীগের রাজনীতির সঙ্গে জড়িতরা ভোটকেন্দ্রে যাবেন না। তবে সমর্থকরা যাবেন, সেক্ষেত্রে ভোট দেওয়ার ক্ষেত্রে তাদের নিজস্ব বিবেচনাই কাজ করবে। "আওয়ামী লীগকে আগে যারা ভোট দিত, মনে করেন আওয়ামী লীগকে যারা ২০০৮ পর্যন্ত ভোট দিয়েছে। এর পরে তো ভোট হয় নাই। তো তারা দেখবে অনেকে নানান বিবেচনা কাজ করবে, আমরা যদি ম্যাক্রো লেভেলে চিন্তা করি, তাহলে হয়ত তারা চিন্তা করবে যে, কম ক্ষতিকর তাকে হয়ত তারা ভোট দেবে। এখন তাদের চোখে যদি মন্দের ভালো হয় বিএনপি, তাকে তারা ভোট দেবে, যদি তারা মনে করে মন্দের ভালো জামায়াতে ইসলামী, তাকে তারা ভোট দেবে।" এ ব্যাপারে রাষ্ট্রবিজ্ঞানী রওনক জাহানের মত, নৌকার সমর্থক ভোটারদের ভোট কিছু কিছু আসনে জয় পরাজয়ে গুরুত্বপূর্ণ হতে পারে। তার মূল্যায়ন, নৌকার সঙ্গে প্রবাসী ভোট ক্ষেত্রবিশেষে গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠতে পারে। "যদি বিশ হাজার ভোটের মারফতে সিট এদিক-সেদিক হতে পারে। সেক্ষেত্রে প্রবাসী ভোট একটা ভূমিকা রাখতে পারে, সে রকমভাবে আমি বলবো, আওয়ামী লীগ যে সাপোর্ট আছে, ট্রেডিশনাল আওয়ামী লীগ সাপোর্ট, সেগুলো কোন কোন আসনে ওই ভোটগুলো মার্জিন- এই যে টেন পার্সেন্ট এডিশনাল ভোট যদি পড়ে, সেটাই জয় পরাজয় নির্ধারণ করবে।"

রওনক জাহানের মতে, এবার নির্বাচনে ধর্মের ব্যবহার প্রভাব ফেলতে পারে। পাশাপাশি সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে প্রচার-প্রচারণাও ভোটের দিনেও প্রভাব ফেলতে পারে। কারণ হিসেবে তিনি বলছেন, অতীতে কোনো নির্বাচনে সোশ্যাল মিডিয়ার রোল এতটা প্রাধান্য ছিল না। "এখন সোশ্যাল মিডিয়া, এআই জেনারেটেড অনেক মিথ্যা খবর ছড়িয়ে দেওয়া হবে, আরো বেশি কাদা ছোড়াছুড়ি হবে এবং সেদিন যে আসলে সহিংসতা না হলেও সহিংসতা হচ্ছে- এরকম নানান কিছু প্রচার বা অপপ্রচার হবে এবং সেগুলোর বিরুদ্ধে কাউন্টার করার জন্য অ্যাডমিনিস্ট্রেশন, ইসি তাদের কী ধরনের প্রস্তুতি আছে, সেটা বলা যাচ্ছে না। এখন পর্যন্ত যেটা দেখা যাচ্ছে যে, কো-অর্ডিনেটেডভাবে কাজ হচ্ছে না।"(বিবিসি ওয়েব পেজ : ০৭.০২.২০২৬ আলী আহমেদ)

জামায়াতের হিন্দু প্রার্থী কী ভোটারদের টানতে পারবেন?

আসন্ন জাতীয় সংসদ নির্বাচনে খুলনায় হিন্দু ধর্মাবলম্বী কৃষ্ণ নন্দীকে প্রার্থী হিসেবে মনোনয়ন দিয়ে বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামী আলোচনা তৈরি করলেও, ভোটারদের মধ্যে মিশ্র প্রতিক্রিয়া দেখা গেছে। ইসলামপন্থি দল হলেও খুলনায় হিন্দু ধর্মাবলম্বী একজন প্রার্থী মনোনয়ন দিয়ে 'উদারনীতির' প্রমাণ রাখতে চেয়েছিল জামায়াত। তবে মাঠের চিত্র ভিন্ন। ভোটাররা বলছেন, ধর্মীয় পরিচয় নয়, বরং এলাকায় পানির সমস্যাসহ নানা সংকট যারা সমাধান করবেন বলে মনে হবে, মূলত তাকেই ভোট দেবেন তারা। খুলনার ছয়টি আসনের মধ্যে দাকোপ ও বটিয়াঘাটা নিয়ে গঠিত খুলনা-১ আসনে আওয়ামী লীগের একচ্ছত্র আধিপত্য ছিল বিগত সময়ে। এমনকি স্বাধীনতার পর বেশিরভাগ সময়ই এই আসনে হিন্দু ধর্মাবলম্বী ব্যক্তিরা সংসদ সদস্য নির্বাচিত হয়েছেন। সেই বিবেচনায় জামায়াতে ইসলামী মি. নন্দীকে মনোনয়ন দেয় বলে মনে করেন রাজনৈতিক বিশ্লেষকরা। তবে, এবার আওয়ামী লীগের অবর্তমানে ভোটারদের হিসাব কী হয়, তা নিয়ে নানা প্রশ্ন ঘুরছে খুলনাসহ দেশের রাজনীতিতে। যদিও জামায়াতে ইসলামের প্রার্থী মি. নন্দী ভোটের মাঠে নিজের অবস্থান জোরালো বলে দাবি করে বলছেন, "নির্বাচনে বিজয়ী হলে সংসদে গিয়ে আড়াই কোটি হিন্দুর হয়ে কথা বলবো আমি।" অন্যদিকে, বিএনপি নেতারা বলছেন, খুলনার ছয় আসনেই বিজয় হবে তাদের। দুইটি

আসনে হাড্ডাহাড্ডি লড়াই হলেও, জয় তাদেরই হবে বলে দাবি করেন খুলনা মহানগর বিএনপির সভাপতি শফিকুল আলম মনা।

এলাকার সংকট কী কী

দাকোপ ও বটিয়াঘাটা উপজেলা নিয়ে গঠিত খুলনা-১ আসনটির বেশিরভাগ এলাকা হিন্দু অধ্যুষিত। স্থানীয় অনেকেই বলছেন, এই এলাকায় সুপেয় পানির অভাব। গ্রীষ্মকালে পানির স্তর নেমে যাওয়ায় পানি লবণাক্ত হয়ে যায়, ব্যবহারের অনুপোযোগী হয়ে পড়ে। দাকোপ উপজেলার চালনা পৌরসভা বাজারে কথা হয় নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক একজন হিন্দু ভোটারের সঙ্গে। রান্না ও খাবার পানির তীব্র সংকটের কথা উল্লেখ করে তিনি বলেন, "বর্ষাকালে বৃষ্টির পানি ধরে রাখি, সেটাই খাই। কেনা পানি খাই। গরমকাল আসলে নদীর জল লবণ হয়ে যায়, তখন তো কিনেই খাই।„ এর আগে, বিভিন্ন সময় আওয়ামী লীগকে ভোট দিয়েছেন দাবি করে তিনি বলেন, এবার যেহেতু ওই দলটি নির্বাচনের মাঠে নেই, তাই যে তাদের পানির সমস্যার সমাধান করতে পারবেন বলে মনে হবে, তাকেই ভোট দেবেন। কয়েকজন নিজেদের নিরাপত্তাজনিত কারণে নির্বাচন বা ভোটের বিষয়ে কথাই বলতে চাননি। তবে নির্বাচনের আগে আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতি নিয়ে তাদের কোনো অভিযোগ নেই বলে জানান। খুলনার দাকোপ উপজেলার সাত নম্বর ইউনিয়নের কাঁকড়া বুনিয়া গ্রামের বেশিরভাগ বাড়িতেই খাবার ও রান্নার পানি নিয়ে প্রতিনিয়ত সংগ্রাম করছেন গৃহিণীরা। প্রতিটি বাড়িতেই প্লাস্টিকের ট্যাংক, পানি রাখার মাটির বড় ঘড়া দেখা গেছে। এই চিত্র এই উপজেলার প্রায় সব স্থানেই। সুপেয় পানির অভাব এখানকার মানুষের নিত্যসঙ্গী। তাই নির্বাচন মানেই তাদের কাছে এই সংকট থেকে মুক্তির উপায় খোঁজার প্রয়াস। জলি বেগম নামে একজন গৃহিণী যেমন বলছিলেন, "ভোট আসে আর যায়। পানির সমস্যার তো সমাধান করে না কেউ। সারা বছরই পানি কিনে খেতে হয়।„ এই কথার প্রমাণ মেলে এই উপজেলার চালনা পৌরসভায় বিশুদ্ধ খাবার পানি বিক্রি হয়, এমন অন্তত সাতটি দোকান ঘুরে। একটি বিক্রয়কেন্দ্রের কর্মী মোহাম্মদ জালাল মোড়ল জানান, সারা বছরই পানি বিক্রি করেন। ৩০ লিটারের এক গ্যালন পানি ১৫ টাকা করে বিক্রি করেন তিনি।

আসন্ন জাতীয় সংসদ নির্বাচনে খুলনার ছয়টি আসনে বিএনপি, জামায়াতে ইসলামীসহ অন্যান্য দলের মোট ৩৫ জন প্রার্থী নির্বাচন করছেন। এদিকে, এক সময়কার মিত্র জামায়াতে ইসলামী এবারের নির্বাচনে প্রধান প্রতিদ্বন্দ্বী হলেও বিএনপি নেতাদের দাবি, খুলনা সদর আসনসহ চারটি আসনেই নিশ্চিত জয় পাবে তারা। এক্ষেত্রে আওয়ামী ভোট ব্যাংক বিএনপি পাবে কি না- এমন প্রশ্নের জবাব ১২ই ফেব্রুয়ারি মিলবে বলেই জানান তারা। খুলনা মহানগর বিএনপির সভাপতি শফিকুল আলম মনা বলছেন, "ছয় আসনেই জয় হবে আমাদের। খুলনা-১ আসনে কৃষ্ণ নন্দীতো ওই এলাকার ভোটারই না। বহিরাগত ব্যক্তিকে মানুষ ভোটই দেবে না।„ খুলনার ছয়টি আসনের মানুষই ভিন্ন ভিন্ন ধরনের সমস্যায় ভুগছে। বেকারত্ব, জলাবদ্ধতা, সুপেয় পানির অভাব নানা সমস্যায় জর্জরিত মানুষ এখন চান এমন জনপ্রতিনিধি, যারা তাদের এসব সমস্যা থেকে উত্তরণের উদ্যোগ নেবেন। শুধু কথায় নয়, কাজেও করে দেখাবেন।

এদিকে, খুলনার আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতি একসময় বেশ শান্ত থাকলেও গত কয়েকমাসে বেশ অশান্ত হয়ে উঠেছে বলে জানান স্থানীয়রা। নির্বাচনকে ঘিরে প্রশাসন ও আইন-শৃঙ্খলা বাহিনী আন্তরিক নয় বলে মন্তব্য করেন সুশাসনের জন্য নাগরিকের সাধারণ সম্পাদক কুদরত-ই-খুদা। তিনি বলেন, "আমরা মনে করি প্রশাসন ও পুলিশে যেভাবে আন্তরিকভাবে কাজ করা দরকার, সেটার ঘাটতি আছে।„ একইসাথে রাষ্ট্রায়ত্ত নয়টি জুটমিলসহ অন্তত ২৬ টি শিল্প কারখানা বন্ধ হয়ে যাওয়ায় প্রায় দেড় লাখ মানুষ বেকার হয়ে পড়েছে বলেও জানান তিনি। এদিকে, নির্বাচনের আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতি নিয়ে খুলনার বিএনপি নেতাদের কোনো অভিযোগ নেই। তবে, খুলনা-১ আসনের জামায়াতে ইসলামীর প্রার্থীর অভিযোগ, নির্বাচনি প্রচারণার সময় বিএনপির কর্মীরা তার কর্মীদের ওপর হামলা চালিয়েছেন। খুলনা জেলার আসনভিত্তিক ভোটারের হিসাবেও এবারে এসেছে বড় পরিবর্তন। বিভাগ জুড়ে নতুন ভোটারের সংখ্যা বেড়েছে প্রায় আট লাখ। ফলে আওয়ামী ভোট ব্যাংক ভাগের হিসাব, ভোটারদের চাহিদা সব মিলিয়ে তৈরি হয়েছে একটি জটিল সমীকরণ। (বিবিসি ওয়েব পেজ : ০৭.০২.২০২৬ আলী আহমেদ)

বিএনপি-জামায়াত-এনসিপিসহ বিভিন্ন দলের ইশতেহার ভোটারদের কী বার্তা দিল

বাংলাদেশে আসন্ন ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে অংশগ্রহণকারী দলগুলো ভবিষ্যৎ প্রতিশ্রুতি দিয়ে যে-সব ইশতেহার ঘোষণা করেছে, সেগুলো নিয়ে নানা রকম আলোচনা ও বিশ্লেষণ হচ্ছে রাজনৈতিক মহলে। প্রশ্ন উঠছে, এসব ইশতেহার থেকে আসলে দেশের মানুষ কী বার্তা পাচ্ছে? কিংবা নির্বাচনে অংশ নেওয়া রাজনৈতিক দলগুলোই বা তাদের ইশতেহারের মাধ্যমে মানুষকে সামনের দিনগুলোর জন্য কী ধরনের প্রতিশ্রুতি দিচ্ছে? বিএনপি, জামায়াতে ইসলামী, এনসিপি ও ইসলামী আন্দোলনসহ ছোটো বড়ো বিভিন্ন দল ভোটারদের কাছে নিজেদের পরিকল্পনা তুলে ধরতে ইতোমধ্যেই ইশতেহার বা ম্যানিফেস্টো প্রকাশ করেছে। চলতি সপ্তাহেই, ১২ ফেব্রুয়ারি এই নির্বাচনের ভোটগ্রহণ হওয়ার কথা। নির্বাচনে সামনে রেখে মূলত বিএনপি ও তার পুরোনো মিত্র জামায়াতে ইসলামীর নেতৃত্বাধীন জোটের মধ্যেই বেশি তৎপরতা লক্ষ্য করা যাচ্ছে। মুহাম্মদ ইউনূসের নেতৃত্বাধীন অন্তর্বর্তী সরকার কার্যক্রম নিষিদ্ধ করে রাখায়, ২০২৪ সালের আগস্টে ক্ষমতাচ্যুত আওয়ামী লীগ এবারের এই নির্বাচনে অংশ নিতে পারছে না।

রাজনৈতিক বিশ্লেষকরা বলছেন, ইশতেহারগুলোয় কিছু নতুন বক্তব্য দিয়ে মানুষকে আকৃষ্ট করার চেষ্টার বহিঃপ্রকাশ যেমন ঘটেছে, তেমনি আবার অনেক কিছুই আছে যা দীর্ঘকাল ধরেই রাজনৈতিক দলগুলোর প্রতিশ্রুতির তালিকায় ছিল, যা দলগুলো ক্ষমতায় থেকেও বাস্তবায়ন করেনি। তাদের মতে, দলগুলো তাদের অনেক প্রতিশ্রুতিই কীভাবে বাস্তবায়ন করা হবে, সে সম্পর্কে কোনো স্পষ্ট কর্মপন্থা উল্লেখ করেনি। তবে, প্রায় সব দলের ইশতেহারেই দেশের পরিবর্তিত রাজনৈতিক পরিস্থিতিতে রাষ্ট্র সংস্কারের অংশ হিসেবে সাংবিধানিক সংস্কার গুরুত্ব পেয়েছে বলে মনে করে তারা। এই সাংবিধানিক সংস্কারের কয়েকটি প্রশ্নেই গণভোটের আয়োজন করা হয়েছে সংসদ নির্বাচনের সাথেই।

বিএনপির ইশতেহার কী বলছে

এবারই প্রথমবারের মতো নির্বাচনি ইশতেহার ঘোষণা করলেন বিএনপির চেয়ারম্যান তারেক রহমান। গত ৩০ ডিসেম্বর খালেদা জিয়ার মৃত্যুর পর দলের প্রধান হিসেবে দায়িত্ব নেওয়া তারেক রহমানের নেতৃত্বেই এবার দলটির নির্বাচনি তৎপরতা চলছে। শুক্রবার ঘোষিত দলটির ইশতেহারে দেশের প্রতিটি পরিবারের নারী সদস্যের নামে 'ফ্যামিলি কার্ড', `কৃষক কার্ড, ও `কৃষি বীমা,, এক লাখ স্বাস্থ্য কর্মী নিয়োগের পরিকল্পনা, শিক্ষাক্ষেত্রে 'মিড ডে মিল' বা দুপুরের খাবার, বিনামূল্যে স্কুল ড্রেস এবং বাধ্যতামূলক তৃতীয় ভাষা শিক্ষার পাশাপাশি, ২০৩৪ সালের মধ্যে ট্রিলিয়ন ডলারের অর্থনীতি গড়ার লক্ষ্যের কথা জানানো হয়েছে। মোট ৫১টি বিষয়ে বিভিন্ন প্রতিশ্রুতির কথা উল্লেখ করে মি. রহমান অবশ্য বলেছেন, কোনো পরিকল্পনাই বাস্তবায়ন করা যাবে না, যদি না দুর্নীতি দমন, আইনের শাসন ও জবাবদিহিতায় সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার না দেওয়া যায়। এই ইশতেহারে তত্ত্বাবধায়ক সরকার ব্যবস্থা ফিরিয়ে আনা, উপ-রাষ্ট্রপতি পদ সৃষ্টি, প্রধানমন্ত্রীর মেয়াদ ১০ বছর, বিচার বিভাগের স্বাধীনতা, সংসদে উচ্চকক্ষ প্রবর্তন, উচ্চকক্ষে ১০ শতাংশ নারী, বিরোধীদলীয় ডেপুটি স্পিকার, ৭০ অনুচ্ছেদ সংশোধন, জ্যেষ্ঠতার ভিত্তিতে প্রধান বিচারপতি নিয়োগ প্রদান, জুলাই হত্যার বিচার এবং গণ-অভ্যুত্থানকারীদের আইনি সুরক্ষাসহ আরও অনেক বিষয়কে স্থান দিয়েছে বিএনপি।

এছাড়া আরও যা আছে তার মধ্যে আছে- পাঁচ লাখ সরকারি শূন্য পদে কর্মচারী নিয়োগ, বেসরকারি চাকরিজীবীদের জন্য বেসরকারি সার্ভিস রুল প্রণয়ন করা, পেনশন ফান্ড গঠন ও বেকারভাতা চালু, আইটি খাতে ১০ লাখ কর্মসংস্থান সৃষ্টির কথা বলা হয়েছে। প্রসঙ্গত, বিএনপির ইশতেহারের কিছু বিষয় ২০১৮ সালের নির্বাচনে বিএনপি নেতৃত্বাধীন জাতীয় ঐক্যফ্রন্টের ইশতেহারেও ছিল। অবশ্য বিএনপি নিজেও বলেছে, বিভিন্ন সময়ের পরিকল্পনার ধারাবাহিকতাতেই এবারের ইশতেহার তৈরি করেছে তারা। আন্তর্জাতিক সংস্থা টিআইবির নির্বাহী পরিচালক ড. ইফতেখারুজ্জামান বলছেন, ইশতেহারের কিছু বিষয়ের মধ্যে ভোটারদের মন জয়ের চেষ্টার প্রতিফলন আছে এবং সেটাই রাজনৈতিক দলের জন্য স্বাভাবিক। "বিএনপি ও জামায়াতসহ সবাই দুর্নীতির বিরুদ্ধে, রাষ্ট্র সংস্কার ও জবাবদিহিমূলক ব্যবস্থার কিছু ইঙ্গিত দিয়েছে। কিন্তু এগুলো কীভাবে হবে, তার সুনির্দিষ্ট কর্মপরিকল্পনা কিংবা নির্দেশনা নেই। দলগুলোর উচিত, এসব বিষয়ে সুনির্দিষ্ট পরিকল্পনা প্রকাশ করা,, বিবিসি বাংলাকে বলেছেন তিনি।

২০১৮ সালে কী বলেছিল বিএনপি

বিএনপি নেতৃত্বাধীন জাতীয় ঐক্যফ্রন্ট ২০১৮ সালের নির্বাচনে অংশ নিয়েছিল গণফোরামের ড. কামাল হোসেনের নেতৃত্বে। ব্যাপক অনিয়ম ও কারচুপির অভিযোগে শেষ পর্যন্ত নির্বাচনটি প্রত্যাখ্যান করেছিল ওই জোট। ওই নির্বাচনে রাতের বেলায় 'ব্যালট বাক্স ভর্তি' করে রাখার অভিযোগ ওঠার পর নির্বাচনটি 'রাতের ভোট' হিসেবে পরিচিত পেয়েছিল রাজনৈতিক মহলে। ওই নির্বাচনের আগে দেওয়া ইশতেহারে নির্বাচনকালীন সরকার প্রতিষ্ঠার কথা বলা হয়েছিল। এবারের ইশতেহারে অবশ্য বিএনপি সরাসরি তত্ত্বাবধায়ক সরকার ব্যবস্থার কথাই বলেছে। তখন ঐক্যফ্রন্ট-এর ইশতেহারেও দুই মেয়াদের বেশি প্রধানমন্ত্রী না হওয়া, সংসদে উচ্চকক্ষ তৈরি করা এবং সংসদে বিরোধী দলকে গুরুত্ব দেওয়ার কথা বলা হয়েছিল। এগুলো এবারের ইশতেহারেও উল্লেখ করেছে বিএনপি।

জামায়াতের ইশতেহারে কী গুরুত্ব পেল

ক্ষমতায় গেলে দুর্নীতি ও চাঁদাবাজিমুক্ত একটি ইনসাফভিত্তিক রাষ্ট্র ব্যবস্থা গঠনেরও ঘোষণা দিয়েছে জামায়াতে ইসলামী। ২০০৮ সালের পর এবারই প্রথম নির্বাচনি ইশতেহার দিল দলটি। আদালতের রায়ে ২০১৩ সালে রাজনৈতিক দল হিসেবে জামায়াতের নিবন্ধন বাতিল হয়েছিল। শেখ হাসিনার সরকারের পর তারা আবার নিবন্ধন ফেরত পায়। ইশতেহারে জামায়াত জানিয়েছে, আগামীতে সরকার ক্ষমতায় গেলে রাষ্ট্র পরিচালনায় ২৬টি বিষয়ে অগ্রাধিকার দেওয়া হবে। ইশতেহারে আলাদা করে ৪১ দফা প্রতিশ্রুতির কথাও তুলে ধরেছে দলটি। তাদের অগ্রাধিকারের তালিকায় চার নম্বরে রাখা হয়েছে, নারীদের জন্য নিরাপদ, মর্যাদাপূর্ণ ও অংশগ্রহণমূলক রাষ্ট্র গঠন। যদিও দলটির নারী ইস্যুতে বিভিন্ন মন্তব্য সাম্প্রতিক সময়ে নানা আলোচনা-সমালোচনার মুখে পড়েছে। বিশেষ করে মাতৃত্বকালীন সময়ে মায়েদের সম্মতি সাপেক্ষে কর্মজীবী নারীদের কর্মঘণ্টা তিন ঘণ্টা কমানোর বিষয়টি ইশতেহারে রেখেছে দলটি। ইশতেহারে দলটি বলেছে, জামায়াতে ইসলামী ক্ষমতায় গেলে সততা, ঐক্য, ইনসাফ, দক্ষতা ও কর্মসংস্থানের সুযোগ তৈরি করবে। আর এর বিপরীতে দুর্নীতি, ফ্যাসিবাদ, আধিপত্যবাদ, বেকারত্ব ও চাঁদাবাজিমুক্ত বাংলাদেশ গঠন করবে। "সাত কোটি কর্মক্ষম যুবকের জন্য দুই ভাগে কর্মসংস্থান তৈরি করা হবে এবং সেটি দেশে ও দেশের বাইরে দুই জায়গাতেই করা

হবে„- এমন প্রতিশ্রুতিও দেওয়া হয়েছে ইশতেহারে। টিআইবির নির্বাহী পরিচালক ইফতেখারুজ্জামান বলছেন, জামায়াতসহ ধর্মভিত্তিক দলগুলো নারী ইস্যুতে ইশতেহারে যা বলেছে, তা কতটা বিশ্বাস করে সেই প্রশ্ন আছে, তাদের অতীত বক্তব্য ও অবস্থানের কারণেই। "বরং তাদের ধর্মকে ব্যবহারের কারণে মানুষের মৌলিক ও সমঅধিকার ঝুঁকির মুখে পড়তে পারে। কর্তৃত্ববাদের পর একটি গোষ্ঠী ক্ষমতায়িত হয়েছে, যারা নারীর ক্ষমতায়নের বিরোধী„ বিবিসি বাংলাকে বলেছেন তিনি। দৈনিক নয়া দিগন্ত পত্রিকার সম্পাদক সালাহউদ্দিন মুহাম্মদ বাবর বলছেন, ধর্মভিত্তিক কিছু দল নারী ইস্যুতে যে অবস্থান নিয়েছে, সেটি মেনে নেওয়ার জন্য দেশের মানুষ প্রস্তুত নয় বলে তিনি মনে করেন। তবে জামায়াতে ইসলামী কট্টরপন্থার পরিবর্তে তাদের রাজনৈতিক প্রক্রিয়ায় নারীদের অংশগ্রহণ বাড়ানোর যে চেষ্টা করছে, সেটি তাদের ইশতেহারে উঠে এসেছে বলে মনে করেন তিনি।

এনসিপির ইশতেহারে কী আছে

বাংলাদেশে জুলাই গণ-অভ্যুত্থানে নেতৃত্ব দেওয়া তরুণদের দল জাতীয় নাগরিক পার্টি বা এনসিপি তাদের দলের ৩৬ দফা নির্বাচনি ইশতেহার ঘোষণা করেছে। যদিও নতুন এই দলটি জামায়াতে ইসলামীর সাথে জোট বেধে অংশ নিচ্ছে সংসদ নির্বাচনে। তারা তাদের ইশতেহারে যে-সব বিষয় উল্লেখ করেছে, তাতে শুরুতেই আছে জুলাই সনদের প্রসঙ্গ। পাশাপাশি, ২০২৪ সালের গণ-অভ্যুত্থানে এবং আওয়ামী লীগের টানা ১৬ বছরের শাসনামলে সংঘটিত সব হত্যাকাণ্ড ও গুমের বিচারের প্রতিশ্রুতিও দিয়েছে। এছাড়া, ভোটাধিকারের বয়স ১৬ বছর করা, আগামী পাঁচ বছরে দেশে এক কোটি সম্মানজনক কর্মসংস্থান সৃষ্টি করা, চাঁদাবাজি সম্পূর্ণভাবে বন্ধ করা, ছয় মাসের ইন্টার্নশিপ বাধ্যতামূলক করা, মেধাবীদের দেশে ফেরানোসহ মোট ১২টি বিষয়ে প্রতিশ্রুতি দিয়েছে ৩৬ দফার ইশতেহারে। সেখানে তারা আরও বলেছে, সংসদে নিম্নকক্ষে ১০০টি সংরক্ষিত আসনে সরাসরি নির্বাচনের ব্যবস্থা করা হবে। এছাড়া, পূর্ণ বেতনে ছয় মাস মাতৃত্বকালীন ও এক মাস পিতৃত্বকালীন ছুটি বাধ্যতামূলক, সরকারি কর্মক্ষেত্রে ঐচ্ছিক পিরিয়ড লিভ ও ডে-কেয়ার সুবিধা থাকার কথা প্রতিশ্রুতিতে রাখা হয়েছে।

ইসলামী আন্দোলনের ইশতেহার

চরমোনাই পীর হিসেবে পরিচিত সৈয়দ মুহাম্মাদ রেজাউল করীমের নেতৃত্বাধীন ইসলামী আন্দোলন তাদের ঘোষিত ইশতেহারে রাষ্ট্র পরিচালনায় সর্বত্র শরিয়ার প্রাধান্যসহ মৌলিক ৩০ দফা প্রতিশ্রুতির কথা উল্লেখ করেছে। এতে তারা নারী, শ্রমিক ও প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর অধিকারসহ সব জনগোষ্ঠীর মৌলিক ও মানবাধিকারের সুরক্ষার কথা বলেছে। পাশাপাশি তাদের ইশতেহারে জনমতের যথার্থ প্রতিফলন, সুষ্ঠু নির্বাচন ও কার্যকর সংসদ প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে পিআর (আনুপাতিক প্রতিনিধিত্ব) পদ্ধতি বাস্তবায়নের প্রতিশ্রুতিও রয়েছে। দলটি তাদের মৌলিক ইশতেহারের বাইরে ১২টি বিশেষ কর্মসূচি, আট দফা নীতিগত অবস্থান, রাষ্ট্র সংস্কারে ছয় দফা পরিকল্পনা এবং খাতভিত্তিক ২৮টি উন্নয়ন পরিকল্পনাও তুলে ধরেছে।

বিশ্লেষকরা যা বলছেন

সার্বিকভাবে দলগুলোর এবারের ইশতেহার থেকে মানুষ কী বার্তা পেয়েছে- এমন প্রশ্নের জবাবে ইফতেখারুজ্জামান বলছেন, কর্তৃত্ববাদের পতন পরবর্তী পরিস্থিতিতে দলগুলো জানে, জনঅসন্তোষ তৈরি হলে মানুষ রুখে দাঁড়ায় এবং সে কারণেই ভোটারদের প্রত্যাশাকে বিবেচনায় নিয়ে অনেক অঙ্গীকার করা হয়েছে। "কিন্তু বাস্তবে দুর্নীতি প্রতিরোধ বা নিয়ন্ত্রণ এবং রাষ্ট্রীয় সংস্থাগুলোকে স্বাধীনভাবে কাজ করার সুযোগ দেওয়ার পাশাপাশি, নির্বাহী বিভাগের জবাবদিহিতা নিশ্চিত করার কৌশলগত কোনো কর্মপরিকল্পনা ইশতেহারগুলোতে দেখছি না। আশা করি, দলগুলো এসব বিষয়ে কীভাবে তাদের প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়ন করবেন, তার সুনির্দিষ্ট কর্মপন্থা প্রকাশ করবেন„ বিবিসি বাংলাকে বলেছেন তিনি। আরেকজন রাজনৈতিক বিশ্লেষক ও দৈনিক নয়া দিগন্ত পত্রিকার সম্পাদক সালাহউদ্দিন মুহাম্মদ বাবর বিবিসি বাংলাকে বলছেন, বাংলাদেশে নির্বাচনের আগে ইশতেহার ঘোষণার সংস্কৃতি যেমন আছে, তেমনি নির্বাচনের পর দলগুলোর আর সেই ইশতেহার অনুযায়ী কাজ না করার চর্চাও আছে। "এবারেও সব দলের ইশতেহারেই অনেক চমকপ্রদ কথা আছে। নতুন ও পুরোনো অনেক প্রতিশ্রুতির সমাহার আছে। কিন্তু সেগুলো কীভাবে বাস্তবায়ন হবে, অর্থের সংস্থান কোথা থেকে হবে এবং এগুলো বাস্তবায়নের জন্য সততা ও দক্ষতা আছে কি-না, এসব প্রশ্ন আছে„ বলছিলেন মি. বাবর। (বিবিসি ওয়েব পেজ : ০৭.০২.২০২৬ আলী আহমেদ)

এনএইচকে

চীনকে অন্তর্ভুক্ত করে নতুন পরমাণু অস্ত্র নিয়ন্ত্রণ কাঠামোর আহ্বান রুবিও,র

মার্কিন পররাষ্ট্রমন্ত্রী মার্কো রুবিও, যুক্তরাষ্ট্র ও রাশিয়ার মধ্যে নিউ স্টার্ট চুক্তির মেয়াদ শেষ হওয়ার পর, চীনকে অন্তর্ভুক্ত করে পরমাণু অস্ত্র নিয়ন্ত্রণের একটি বহুপাক্ষিক কাঠামো তৈরির আহ্বান জানিয়েছেন। নিউ স্টার্ট চুক্তির মেয়াদ শেষ হওয়ার একদিন পর, শুক্রবার রুবিও "পরমাণু অস্ত্র নিয়ন্ত্রণের পরবর্তী যুগ„ শীর্ষক একটি বিবৃতি প্রকাশ করেন। পুরোনো চুক্তির আওতায়, যুক্তরাষ্ট্র ও রাশিয়া, উভয় দেশকে তাদের মোতায়েন করা কৌশলগত পরমাণু অস্ত্রের সংখ্যা ১,৫৫০-এর মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখতে হতো। বিবৃতিতে বলা হয়েছে, "চীনের পারমাণবিক অস্ত্রাগারের দ্রুত এবং অস্পষ্ট

সম্প্রসারণ„ মার্কিন-রাশিয়া দ্বিপাক্ষিক চুক্তির উপর ভিত্তি করে অতীতের অস্ত্র নিয়ন্ত্রণ মডেলগুলোকে "সেকেলে„ করে তুলেছে। অস্ত্র নিয়ন্ত্রণ "মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এবং রাশিয়ার মধ্যে আর দ্বিপাক্ষিক সমস্যা হতে পারে না„ উল্লেখ করে এতে আরও বলা হয় যে, "কৌশলগত স্থিতিশীলতা নিশ্চিত করতে সাহায্য করার জন্য অন্যান্য দেশেরও দায়িত্ব রয়েছে, বিশেষ করে চীনের ক্ষেত্রে সেটা সবচেয়ে বেশি।„ একইসাথে শুক্রবার সুইজারল্যান্ডের জেনেভায় নিরস্ত্রীকরণ সম্পর্কিত এক সম্মেলনে অস্ত্র নিয়ন্ত্রণের দায়িত্বে থাকা মার্কিন পররাষ্ট্র দপ্তরের একজন ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তা বক্তব্য রাখেন। তিনি বলেন, মার্কিন সরকার "জানে যে, চীন পারমাণবিক বিস্ফোরক পরীক্ষা চালিয়েছে„ এবং একটি ২০২০ সালের ২২ জুন করা হয়েছিল। তিনি আরও বলেন, চীনের পরমাণু অস্ত্রাগারের কোনও সীমা নেই এবং কোনও নিয়ন্ত্রণ নেই।(এনএইচকে ওয়েবপেইজ: ০৭.০২.২৬ রনি)

ডয়চে ভেলে

শক্তিশালী জামায়াত; কী ভাবছে অভ্যুত্থানের তরুণ নেতৃত্ব?

আওয়ামী লীগের অনুপস্থিতি এবং এনসিপির সমর্থন জামায়াতকে বাংলাদেশের রাজনৈতিক ইতিহাসে সর্বোচ্চ সুবিধাজনক অবস্থানে নিয়ে এসেছে। গণ-অভ্যুত্থানে আওয়ামী লীগ সরকারের পতনের দেড় বছর পর অনুষ্ঠিত হতে যাচ্ছে ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন এবং গণভোট। কার্যক্রম নিষিদ্ধ থাকা আওয়ামী লীগের অনুপস্থিতিতে নির্বাচনের মূল প্রতিদ্বন্দ্বীতে পরিণত হয়েছে এক সময়ের ঘনিষ্ট মিত্র বিএনপি এবং জামায়াতে ইসলামী। বাংলাদেশের স্বাধীনতার বিরোধিতাকারী দল জামায়াতে ইসলামী এক সময় বিএনপির সঙ্গে জোট করে সরকার গঠন করেছিল, মন্ত্রিসভায় দলটির দু-জন মন্ত্রীও ছিলেন। ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনকে সামনে রেখে ইসলামপন্থি দলগুলোকে নিয়ে একটি একক জোট গঠনের চেষ্টা চালিয়ে এসেছে জামায়াতে ইসলামী। শেষ পর্যন্ত চরমোনাইয়ের পীরের নেতৃত্বাধীন ইসলামী আন্দোলন এই জোটে না গেলেও, অন্য নানা ইসলামী দল এ জোটে একত্রিত হয়েছে। তবে অভ্যুত্থানে নেতৃত্ব দেওয়া শিক্ষার্থীদের একাংশের গড়ে তোলা দল ন্যাশনাল সিটিজেন পার্টি- এনসিপি জামায়াতের সঙ্গে জোটে যোগ দেওয়ায় বাংলাদেশের রাজনীতিতে যুক্ত হয়েছে নতুন মাত্রা। অনেকেই মনে করছেন, আওয়ামী লীগের অনুপস্থিতি এবং এনসিপির সমর্থন জামায়াতকে বাংলাদেশের রাজনৈতিক ইতিহাসের সর্বোচ্চ সুবিধাজনক অবস্থানে নিয়ে এসেছে।

এ নিয়ে কী ভাবছেন অভ্যুত্থানের নেতৃত্ব?

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদ- ডাকসুর সহ-সভাপতি এবং ইসলামী ছাত্র-শিবিরের কেন্দ্রীয় প্রকাশনা সম্পাদক সাদিক কায়েম মনে করেন, দেশজুড়ে জামায়াতে ইসলামীর পক্ষে একটি নীরব বিপ্লব হয়ে গেছে। সাদিককে প্রশ্ন করা হয়েছিল, মুক্তিযুদ্ধ এবং মুক্তিযুদ্ধের সময় জামায়াতের যে অবস্থান, সেটার দায় ছাত্র-শিবির কেন নিচ্ছে? উত্তরে ডিডাব্লিউকে সাদিক বলেন, "এ জায়গায় আমরা আমাদের অবস্থান বারবার পরিষ্কার করেছি। ইসলামী ছাত্র-শিবির বারবারই বলছে, বাংলাদেশের স্বাধীনতা, সার্বভৌমত্ব, অখণ্ডতার প্রশ্নে আমরা আপোশহীন।„ তিনি মনে করেন, এই প্রশ্নগুলো বারবার তোলা হয় `আমরা বনাম তারা' বয়ান তৈরির জন্য। তিনি বলেন, "১৯৭১ সালের ভূমিকার জন্য আমিরে জামায়াত যারা ছিলেন, তারা বারবারই পাবলিকলি অ্যাপলজি করেছেন। এটা তাদের পলিটিক্যাল স্ট্যান্ড ছিল, সেটা তারা স্বীকারও করেন। এই অ্যাপোলজিগুলোকে আমাদের অ্যাপ্রিশিয়েট করা দরকার।„ জাতীয়তাবাদী ছাত্রদলের ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় শাখার যুগ্ম-সাধারণ সম্পাদক আবিদুল ইসলাম খান জামায়াতে ইসলামীর বিরুদ্ধে ভোটের জন্য ধর্মকে কাজে লাগানোর অভিযোগ তুলেছেন। জামায়াতের বিরুদ্ধে বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধে পাকিস্তানি বাহিনীকে সহায়তা করা ও যুদ্ধাপরাধে জড়িত থাকার অভিযোগ তুলে ধরে ডিডাব্লিউকে তিনি বলেন, "এখন তারা (জামায়াত) বলছে, অনেক তো নৌকা দেখলেন, ধানের শীষ দেখলেন, লাঙল দেখলেন, এবার দাঁড়িপাল্লা দেখেন। তাহলে অটোম্যাটিক্যালিই তো এই প্রশ্ন আসে, আপনাদের তো দেখা হয়েছে ৭১ সালে।„

একই ধরনের কথা বলেছেন ২০২৪ সালের গণ-অভ্যুত্থানের অন্যতম সংগঠক ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থী আব্দুল কাদেরও। জামায়াতের সঙ্গে জোট করে এনসিপি `জনগণের সঙ্গে প্রতারণা' করেছে বলে মনে করেন কাদের। ডিডাব্লিউকে তিনি বলেন, "আপনারা নতুন রাজনৈতিক বন্দোবস্তের প্রতিশ্রুতি জনগণকে দিলেন। কিন্তু তার বদলে আপনারা পুরাতন বন্দোবস্তের দিকে ঝুঁকে গেলেন। এখন আপনারা জামায়াতের সঙ্গে গিয়েছেন, পারলে হয়ত বিএনপির সঙ্গেও যেতেন। এটা কি প্রতারণা না?„ তিনি বলেন, "জামায়াতকে আমরা ১৯৭১ সালেই দেখে এসেছি। এখন তারা বিএনপির দুর্নীতির প্রসঙ্গ তুলে আনে। কিন্তু তারাও বিএনপির সঙ্গে জোট সরকারে ছিল, তাদের দুইজন মন্ত্রী ছিল, তখন তারা দুর্নীতির কথা বলে পদত্যাগ করে নাই কেন!„ এনসিপি রাজনৈতিক ঐক্য তৈরির দিকে কোনো মনোযোগ দেয়নি বলে মনে করেন বৈষম্যবিরোধী আন্দোলনের সাবেক সমন্বয়ক উমামা ফাতেমা। বরং জামায়াতকে সচিবালয়সহ নানা জায়গায় ক্ষমতায়ন করা হয়েছে বলে মনে করেন উমামা। ডিডাব্লিউকে বলেন, "সেপ্টেম্বরের দিকে (২০২৪ সালের) বিভিন্ন সচিবালয়ের পোস্টিংয়ে, জামায়াতের লিংকের লোকজনকে বিভিন্ন জায়গায় পদায়ন করা হয়েছে। এক ধরনের সিন্ডিকেট তৈরি হয়েছিল, যে-কোনো ফাইল পাস হতে হলে সেই সিন্ডিকেট পাস হয়েই যেতে হয়। আর সেই সিন্ডিকেট

পাস হতে পারে কেবল জামায়াতের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিরা।„ উমামা বলেন, "ছাত্র প্রতিনিধিদের মধ্যেও যারা জামায়াতের সঙ্গে বেশি ঘনিষ্ট, তারাই এখানে বেশি সুযোগ পেয়েছে।„

জামায়াতের সঙ্গে এনসিপির জোটের বিরোধিতা করলেও, দলের মধ্য থেকেই সে অবস্থানের বিরুদ্ধে লড়াই চালিয়ে যাচ্ছেন এনসিপির জ্যেষ্ঠ যুগ্ম আহ্বায়ক সামান্তা শারমিন। ডিডাব্লিউকে তিনি বলেন, "বাংলাদেশে জামায়াতের শক্তিশালী অবস্থান আওয়ামী লীগের ফিরে আসার পথ সুগম করছে।„ জামায়াতের সঙ্গে জোট করায় অনেক তরুণ ভোটারও ক্ষুব্ধ হয়েছেন বলে জানান সামান্তা। তিনি বলেছেন, "আমাকে অনেকেই বলেছে, আমরা তো তোমাদেরই ভোট দিতাম। এখন আমরা কাকে ভোট দেবো?„ ৩০০ আসনে একক প্রার্থী দিয়ে ভোটে না জিতলেও, দেশজুড়ে দল হিসাবে এনসিপির সাংগঠনিক কাঠামো শক্তিশালী হতো বলে মনে করেন তিনি। তবে জামায়াত বা বিএনপির সঙ্গে জোট সেই সম্ভাবনাকে নষ্ট করে দিয়েছে বলেও মনে করেন সামান্তা। জামায়াতে ইসলামীকে নির্ভরশীল মিত্র বলে মনে করেন না সামান্তা। ডিডাব্লিউকে তিনি বলেন, "নির্ভরযোগ্য মিত্র হওয়ার জন্য ঐতিহাসিক যে কয়টা কথা রাখার ব্যাপার থাকতে পারে, আপনি দেখুন, জামায়াতের ইতিহাসে সেটা আছে কিনা।„ তিনি বলেন, "ইতিহাসে জামায়াত যতবার গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখার চেষ্টা করেছে, ততবারই তারা ভুল সিদ্ধান্ত নিয়েছে। এবারও নিম্নকক্ষে পিআর ইস্যু বা জুলাই সনদে স্বাক্ষর নিয়ে তাদের বক্তব্য এক ধরনের এবং পরবর্তী তাদের কাজ তার বিপরীত হয়েছে।„ এক্ষেত্রে ১৯৪৭ সালে পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার বিরুদ্ধে এবং ১৯৭১ সালে বাংলাদেশের স্বাধীনতার বিরুদ্ধে জামায়াতের অবস্থান নেওয়ার বিষয়টিও তুলে ধরেন সামান্তা। ২০২৪ সালে এসে এই প্রথম জামায়াত তাদের নিজেদের অবস্থানকে জনগণের অবস্থানের সঙ্গে এক জায়গায় আনতে পেরেছে। তবে সেটিও জামায়াতের নিজের রাজনৈতিক সাফল্যের চেয়ে আওয়ামী লীগের স্বৈরাচারী ও নিবর্তনমূলক আচরণকে বড়ো কারণ বলে মনে করেন সামান্তা।

(ডয়চে ভেলে ওয়েব পেজ: ০৭.০২.২০২৬ রুবাইয়া)

চট্টগ্রাম বন্দরে আগামীকাল থেকে লাগাতার ধর্মঘটের ঘোষণা

রোববার থেকে চট্টগ্রাম বন্দরে লাগাতার ধর্মঘটের ডাক দিয়েছে চট্টগ্রাম বন্দর রক্ষা সংগ্রাম পরিষদ। কর্মবিরতি কর্মসূচি দুইদিন স্থগিত থাকার পর শনিবার চট্টগ্রাম প্রেসক্লাবে এক সংবাদ সম্মেলনে এ ঘোষণা দেন সংগ্রাম পরিষদের দুই সমন্বয়ক হুমায়ুন কবীর ও ইব্রাহিম খোকন। কর্মসূচিতে বন্দরের বহির্নোঙরেও কাজ বন্ধের ঘোষণা দেওয়া হয়েছে। কর্মসূচি কার্যকর হলে পুরো বন্দর অচল হয়ে পড়বে। নিউমুরিং কনটেইনার টার্মিনাল ডিপি ওয়ার্ল্ডের হাতে ইজারা দেওয়ার প্রক্রিয়া বাতিলের দাবিতে গত শনিবার থেকে আট ঘণ্টা করে তিনদিন এবং মঙ্গলবার থেকে লাগাতার কর্মবিরতি পালন করে আসছিল সংগঠনটি। এতে বন্দরের কনটেইনার পরিবহনের কার্যক্রম অচল হয়ে পড়ে। তবে বৃহস্পতিবার নৌ-পরিবহন উপদেষ্টার সঙ্গে বৈঠকের পর বিকেলে লাগাতার কর্মবিরতি দুইদিনের জন্য স্থগিত করেন সংগঠনটির নেতারা। সংবাদ সম্মেলনে সংগ্রাম পরিষদের সমন্বয়ক ইব্রাহিম খোকন চার দফা দাবি তুলে ধরেন। দাবির মধ্যে রয়েছে- এনসিটি ডিপি ওয়ার্ল্ডকে লিজ না দেওয়ার বিষয়ে সরকার কর্তৃক ঘোষণা দেওয়া, বন্দর চেয়ারম্যানকে প্রত্যাহার করে আইনের আওতায় এনে জিজ্ঞাসাবাদ করা, আন্দোলনরত কর্মচারীদের বিরুদ্ধে এখন পর্যন্ত গৃহীত শাস্তিমূলক ব্যবস্থা বাতিল এবং আন্দোলনকারীদের বিরুদ্ধে কোনো আইনগত ব্যবস্থা না নেওয়া।

(ডয়চে ভেলে ওয়েব পেজ: ০৭.০২.২০২৬ রুবাইয়া)

উন্নয়ন বলতে রাস্তা, কালভার্ট ও কর্মসংস্থান মনে করেন ৭৭% ভোটার

দেশের প্রায় চার ভাগের তিন ভাগ বা ৭৭ শতাংশ ভোটার মনে করেন, রাস্তা, কালভার্ট নির্মাণ ও কর্মসংস্থান সৃষ্টি হলেই উন্নয়ন নিশ্চিত হয়। বেসরকারি গবেষণা সংস্থা সেন্টার ফর পলিসি ডায়ালগের (সিপিডি) সাম্প্রতিক এক জরিপে এ তথ্য উঠে এসেছে। জরিপে দেখা গেছে, দেশের ভোটারদের মধ্যে উন্নয়ন সম্পর্কে ধারণা অবকাঠামো নির্মাণকেন্দ্রিক। অর্থাৎ উন্নয়ন বলতে তারা মনে করেন, রাস্তা, কালভার্ট এবং কর্মসংস্থানের সুযোগ তৈরি। জাতীয় নির্বাচনে ভোট দেওয়ার ক্ষেত্রেও বিষয়টি তাদের প্রভাবিত করছে। শনিবার রাজধানীর মহাখালীতে ব্র্যাক সেন্টার ইনে আয়োজিত মিডিয়া ব্রিফিংয়ে `নির্বাচনি এলাকায় সবুজ, টেকসই অর্থনীতির চালচিত্র ও প্রত্যাশা : প্রার্থী ও ভোটার জরিপের ফলাফল, শীর্ষক এ জরিপের ফলাফল উপস্থাপন করা হয়। গবেষণায় দেখা গেছে, শহরাঞ্চলের প্রায় ৮৬ শতাংশ ভোটার উন্নয়নের সঙ্গে ব্রিজ ও সড়ক নির্মাণের বিষয়টি ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত করে দেখেন। পার্বত্য চট্টগ্রাম (সিএইচটি), উপকূলীয় অঞ্চল, জলবায়ু ঝুঁকিপূর্ণ ও প্রান্তিক অঞ্চলে এ ধারণা প্রবল। ভোটারদের পাশাপাশি, রাজনৈতিক দলের প্রতিনিধিদের মধ্যেও উন্নয়ন নিয়ে প্রায় একই ধরনের দৃষ্টিভঙ্গি দেখা গেছে। কিছু ক্ষেত্রে দলীয় প্রতিনিধিদের মধ্যে উন্নয়ন ধারণা তুলনামূলকভাবে বিস্তৃত হলেও, ভোটারদের ধারণা এখনো মূলত অবকাঠামোকেন্দ্রিক রয়ে গেছে।

(ডয়চে ভেলে ওয়েব পেজ: ০৭.০২.২০২৬ রুবাইয়া)

জাগো নিউজ

বডি-ওর্ন ক্যামেরা ব্যবহারের লাইভ ডেমনস্ট্রেশন দেখলেন প্রধান উপদেষ্টা

আগামী ১২ ফেব্রুয়ারি অনুষ্ঠিতব্য জাতীয় সংসদ নির্বাচন ও গণভোট চলাকালে সারা দেশের প্রায় ৪৩ হাজার ভোটকেন্দ্রের মধ্যে ২৫ হাজার ৭০০ কেন্দ্রে বডি-ওর্ন ক্যামেরা ব্যবহার করবে পুলিশ। শনিবার (৭ ফেব্রুয়ারি) রাষ্ট্রীয় অতিথি ভবন যমুনায় অন্তর্বর্তী সরকারের প্রধান উপদেষ্টা অধ্যাপক মুহাম্মদ ইউনূসের সভাপতিত্বে আসন্ন সংসদ নির্বাচনের প্রস্তুতি নিয়ে আইন-শৃঙ্খলা বিষয়ক উচ্চপর্যায়ের এক বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। সেখানে পুলিশের জন্য বডি ক্যামেরা ব্যবহারের একটি লাইভ ডেমনস্ট্রেশন করা হয়। ডেমনস্ট্রেশনের সময় প্রধান উপদেষ্টা তাৎক্ষণিকভাবে দেশের বিভিন্ন প্রত্যন্ত অঞ্চলে- যেমন কুতুবদিয়া ও খাগড়াছড়ির মাটিরাঙ্গাসহ পাঁচটি স্থানের দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার সঙ্গে সরাসরি কথা বলেন। শনিবার রাতে যমুনার বাইরে আয়োজিত এক প্রেস ব্রিফিংয়ে প্রধান উপদেষ্টার প্রেস সচিব শফিকুল আলম বৈঠকের বরাত দিয়ে এসব তথ্য জানান। (জাগো নিউজ ওয়েব পেজ:০৭.০২.২০২৬ রিহাব)

দিনাজপুরের লিচু-চাল সারা বিশ্বে পৌঁছে দেব: তারেক রহমান

বিএনপির চেয়ারম্যান তারেক রহমান বলেছেন, বিএনপি জয়যুক্ত হলে দিনাজপুরের লিচু ও প্রক্রিয়াজাত করার মাধ্যমে বিদেশে রপ্তানি করা হবে। শনিবার (৭ ফেব্রুয়ারি) বিকেলে দিনাজপুরের বিরামপুর উপজেলা সরকারি কলেজ মাঠে নির্বাচনি জনসভায় তিনি এসব কথা বলেন। তারেক রহমান বলেন, সারা বাংলার মানুষ জানে দিনাজপুরকে কৃষিপ্রধান অঞ্চল হিসেবে। আমরা কৃষির সঙ্গে সম্পর্কিত শিল্প ধীরে ধীরে গড়ে তুলতে চাই। তাহলে এই অঞ্চলের জগৎ বিখ্যাত লিচু প্রক্রিয়াজাত করে বিদেশে রপ্তানি করতে পারবো। তিনি আরও বলেন, এই এলাকার কাটারি চাল বিখ্যাত। এই চালকে আমরা পৃথিবীর আনাচে-কানাচে পৌঁছে দিতে চাই। লিচু প্রক্রিয়াজাতকরণ কারখানা করতে চাই।
(জাগো নিউজ ওয়েব পেজ:০৭.০২.২০২৬ রিহাব)

ভোটকেন্দ্রে ধূমপান করা যাবে না: ইসি

আসন্ন ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন উপলক্ষ্যে ভোট কেন্দ্রগুলোকে ধূমপানমুক্ত রাখার সিদ্ধান্ত নিয়েছে নির্বাচন কমিশন (ইসি)। কমিশন জানিয়েছে, দেশের কোনো ভোটকেন্দ্রে ধূমপান করা যাবে না। শনিবার (৭ ফেব্রুয়ারি) নির্বাচন কমিশনের সিনিয়র সহকারী সচিব মো. শহিদুল ইসলাম স্বাক্ষরিত এক প্রজ্ঞাপনে দেশের সব ভোটদান কেন্দ্রকে ধূমপানমুক্ত এলাকা ঘোষণা করা হয়েছে। প্রজ্ঞাপনে বলা হয়, আগামী ১২ ফেব্রুয়ারি ২০২৬ অনুষ্ঠেয় নির্বাচন সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করতে ভোটদান কেন্দ্রগুলোকে ধূমপানমুক্ত রাখতে সিদ্ধান্ত নিয়েছে ইসি। এ সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়ার জন্য সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষকে নির্দেশক্রমে অনুরোধ করা হলো।
(জাগো নিউজ ওয়েব পেজ:০৭.০২.২০২৬ রিহাব)

জনগণের টাকা লুটকারীদের শান্তিতে থাকতে দেবো না: জামায়াতের আমির

জামায়াতে ইসলামীর আমির ডা. শফিকুর রহমান বলেছেন, "জনগণের টাকা লুটকারীদের শান্তিতে থাকতে দেব না। দুনিয়ার যেখানে থাকুক না কেন, জনগণের এ হক যদি তারা স্বেচ্ছায় দিয়ে দেন, তারা অবশ্যই অভিনন্দিত হবেন। আর যদি ফেরত না দেন, রাষ্ট্র ইনশাল্লাহ ওদের পেটের ভেতর থেকে নিয়ে আসবে। কাউকে ছাড় দেওয়া হবে না।„ শনিবার (৭ ফেব্রুয়ারি) দুপুর সাড়ে ৩টায় সিলেট নগরীর সরকারি আলিয়া মাদরাসা মাঠে আয়োজিত নির্বাচনি জনসভায় প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি এ কথা বলেন। (জাগো নিউজ ওয়েব পেজ:০৭.০২.২০২৬ রিহাব)

নির্বাচন বন্ধে ষড়যন্ত্রকারীদের দাঁতভাঙা জবাব দেওয়া হবে: তারেক রহমান

বিএনপির চেয়ারম্যান তারেক রহমান বলেছেন, সারা দেশে ধানের শীষের জোয়ার দেখে একটি মহল ষড়যন্ত্রে লিপ্ত রয়েছে। কেউ যদি নির্বাচন বন্ধে ষড়যন্ত্র করে, এর দাঁতভাঙা জবাব দেওয়া হবে। শনিবার (৭ ফেব্রুয়ারি) দুপুরে নীলফামারী বড়ো মাঠে এক নির্বাচনি জনসভায় তিনি এ কথা বলেন। তারেক রহমান বলেন, এবারের নির্বাচন শুধুমাত্র জনপ্রতিনিধি নির্বাচনের নয় বরং জাতিকে পুনর্গঠনের নির্বাচন। জনগণের হারিয়ে যাওয়া অধিকার ফিরিয়ে আনার নির্বাচন। আমরা দেশকে সামনের দিকে এগিয়ে নিতে চাই। এজন্য ঠাকুরগাঁও, নীলফামারী, দিনাজপুর ও পঞ্চগড়কে শিল্পে রূপান্তর করতে চাই। আমাদের পরিকল্পনাগুলো বাস্তবায়ন করতে হলে ধানের শীষে ভোট দিয়ে জয়যুক্ত করতে হবে। নীলফামারী জেলা কৃষি অঞ্চল হিসেবে পরিচিত। এ জেলাকে আমরা কৃষি অঞ্চল হাব হিসেবে গড়ে তুলব। তিনি বলেন, আগামী ১২ তারিখের নির্বাচনে বিএনপি জয়লাভ করলে আমাদের অন্যতম কাজ হবে তিস্তা মহাপরিকল্পনা বাস্তবায়ন করা। মেডিক্যাল কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয় অবকাঠামো দ্রুত বাস্তবায়ন করা হবে ও সৈয়দপুর বিমানবন্দরকে আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর করা হবে। ১৬ বছর স্বৈরাচার শুধু নিজের স্বার্থ দেখেছে। আমরা জনগণের সমর্থন দিয়ে সরকার গঠন করতে চাই। দেশকে খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণ করতে চাই। (জাগো নিউজ ওয়েব পেজ:০৭.০২.২০২৬ রিহাব)

ক্রিকেটারদের সঙ্গে অপমান করা হয়েছে আমাদের জাতিকেও: জামায়াতের আমির

টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের দশম আসর শুরু হয়েছে আজ। প্রথমবারের মতো আসরে অংশ নেয়নি বাংলাদেশ। নিরাপত্তাজনিত কারণে ভারতের পরিবর্তে ভেন্যু বদলে শ্রীলঙ্কায় খেলতে চাইলেও আইসিসি সেই দাবি না মেনে বিশ্বকাপ থেকে বাদ দিয়েছে বাংলাদেশকে। বিশ্বকাপে বাংলাদেশকে বাদ দিয়ে ক্রিকেটারদের সঙ্গে জাতিকেও অপমান করা হয়েছে বলে মন্তব্য করেছেন বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামীর আমির ডা. শফিকুর রহমান। বাংলাদেশ দল অংশ না নেওয়ায়, দেশের ক্রিকেট ভক্তদের আগ্রহের ঘাটতি পরিলক্ষিত হয়েছে এবারের আসর নিয়ে। এক ফেসবুক পোস্টে ডা. শফিকুর রহমান লিখেছেন, "প্রিয় ক্রিকেটপ্রেমী বন্ধুরা, আজ আইসিসি টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ শুরু হলো। এমন দিনে স্বাভাবিকভাবেই আমাদের চোখ থাকত টিভি স্ক্রিনে। সবাই অপেক্ষা করতাম টাইগারদের মাঠের লড়াই আর বিজয়ের আনন্দ দেখতে। দুঃখের বিষয়, এই আন্তর্জাতিক মঞ্চে আজ বাংলাদেশের অংশগ্রহণের কথা থাকলেও, আমরা সেই অধিকার থেকে বঞ্চিত হয়েছি। আমাদের ক্রিকেটারদের সাথে জাতিকেও অপমান করা হয়েছে। লাল-সবুজের হয়ে উল্লাস করার মুহূর্ত থেকে আমাদেরকে পরিকল্পিতভাবে দূরে রাখা হলো।„

(জাগো নিউজ ওয়েব পেজ:০৭.০২.২০২৬ রিহাব)

আমার ভাই বাংলাদেশের এমন চিত্র দেখলে হয়ত সেদিন মুক্তিযুদ্ধ করতেন না

বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামীর আমির ডা. শফিকুর রহমান বলেছেন, এখানে রণাঙ্গণের বীর মুক্তিযোদ্ধারা অথবা তাদের সন্তানেরা আছেন। আমিও এক শহিদ মুক্তিযোদ্ধা পরিবারের সদস্য। আমার যে ভাই জীবন দিয়েছেন, আমি বিশ্বাস করি, এমন বাংলাদেশের চিত্র দেখলে তিনি হয়ত সেদিন মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণ করতেন না। তিনি বলেন, জীবন বাজি রেখে, জীবন দিয়ে যারা আমাদেরকে ঋণী করে গেলেন, তাদের প্রতি এ দেশ, জাতি, রাজনৈতিক দল আর নেতৃবৃন্দ কী সম্মান দেখাল? তাদের তো স্বপ্ন ছিল একটি ন্যায় ও সাম্যের বাংলাদেশ তারা কায়েম করবেন। মানুষের জীবনে অর্থনৈতিক মুক্তি আসবে, সন্তানরা সুশিক্ষায় শিক্ষিত হবে। আসলে কিছুই হলো না। কার কারণে হলো না? এর জন্য কি সাধারণ জনগণ দায়ী? অবশ্যই না। শনিবার (৭ ফেব্রুয়ারি) বেলা ১১টায় হবিগঞ্জ নিউ ফিল্ড মাঠে ১১ দলীয় জোট আয়োজিত নির্বাচনি সমাবেশে প্রধান অতিথির বক্তৃতায় তিনি এসব কথা বলেন।

(জাগো নিউজ ওয়েব পেজ:০৭.০২.২০২৬ রিহাব)

বিএনপি চট্টগ্রাম বন্দর দখলের জন্য পাগল হয়ে গেছে: অলি আহমদ

লিবারেল ডেমোক্রেটিক পার্টির (এলডিপি) সভাপতি কর্নেল (অব.) অলি আহমদ বীর বিক্রম বলেছেন, বিএনপি চট্টগ্রাম বন্দর দখলের জন্য পাগল হয়ে গেছে। তাদের দেশ পরিচালনার সক্ষমতা নেই। তারা ক্ষমতায় গেলে চাঁদাবাজি, টেন্ডারবাজি ও আর্থিক খাতে অনিয়ম বাড়বে। শনিবার (৭ ফেব্রুয়ারি) চট্টগ্রামের আনোয়ারা উপজেলায় ১১ দলীয় নির্বাচনি ঐক্য আয়োজিত জনসভায় প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি এসব কথা বলেন। অলি আহমদ বলেন, তিনি বিএনপির প্রতিষ্ঠাতাদের একজন এবং দীর্ঘদিন দলটির সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। কিন্তু বিএনপির ভবিষ্যৎ নিয়ে হতাশ হয়ে দলটি ছেড়েছেন। তার অভিযোগ, বিএনপি ক্ষমতায় গেলে চট্টগ্রাম বন্দর দখল ও ব্যাংক লুটপাটের মতো ঘটনা ঘটতে পারে। ১১ দলীয় নির্বাচনি ঐক্য নিয়ে সমালোচনার জবাবে এলডিপি সভাপতি বলেন, তাদের জোট ক্ষমতায় গেলে নারীদের স্বাধীনতা বা ধর্মীয় অধিকার ক্ষুণ্ন হবে, এটি অপপ্রচার। কারও ব্যক্তিগত ও ধর্মীয় স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ করা হবে না বলেও তিনি উল্লেখ করেন। (জাগো নিউজ ওয়েব পেজ:০৭.০২.২০২৬ রিহাব)

জয়ের বিষয়ে আত্মবিশ্বাসী, জামায়াতের সঙ্গে জোট সরকার করবে না বিএনপি

বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী পদে প্রধান প্রতিদ্বন্দ্বী হিসেবে অংশ নিচ্ছেন বিএনপির চেয়ারম্যান তারেক রহমান। তিনি এবারের নির্বাচনে বিএনপির জয়ের বিষয়ে আত্মবিশ্বাসী বলে জানিয়েছেন। একইসঙ্গে নির্বাচনের পর প্রধান প্রতিপক্ষ জামায়াতে ইসলামীর সঙ্গে জোট সরকার গঠনের প্রস্তাবও নাকচ করে দিয়েছেন তিনি। শুক্রবার বার্তা সংস্থা রয়টার্সকে দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে এসব কথা জানান তারেক রহমান। (জাগো নিউজ ওয়েব পেজ:০৭.০২.২০২৬ রিহাব)

ভোটের প্রচারে কত বড়ো ব্যানার ব্যবহার করা যাবে, স্পষ্ট করলো ইসি

ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন আগামী ১২ ফেব্রুয়ারি অনুষ্ঠিত হবে। এ উপলক্ষ্যে রাজনৈতিক দল ও প্রার্থীদের ব্যানার ব্যবহারের নিয়মাবলি স্পষ্ট করেছে নির্বাচন কমিশন (ইসি)। ভোটের প্রচারে কত বড়ো ব্যানার ব্যবহার করা যাবে, তা সম্প্রতি এক নোটিশে জানিয়েছে সংস্থাটি। নোটিশে বলা হয়, রাজনৈতিক দল ও প্রার্থী আচরণ বিধিমালা, ২০২৫-এর বিধি ৭-এ ব্যানারের আকার নির্ধারণ করে দেওয়া হয়েছে। সে অনুযায়ী, ব্যানারটি অনুভূমিক বা উলম্ব যেভাবেই হোক না কেন, সর্বোচ্চ ১০ ফুট বাই ৪ ফুট মাপের ব্যানার ব্যবহার করা যাবে।

(জাগো নিউজ ওয়েব পেজ:০৭.০২.২০২৬ রিহাব)

বিএনপির ১৬৭ প্রার্থী `ঋণগ্রহীতা,: সুজন

ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতায় থাকা ১ হাজার ৩১৯ জন প্রার্থী আয়কর পরিশোধ করলেও, তাদের মধ্যে সবচেয়ে বেশি ঋণগ্রহীতা বিএনপির প্রার্থীরা। বিএনপির ১৬৭ প্রার্থী ঋণগ্রহীতা, যা মোট ঋণগ্রহীতার ৩২ দশমিক ১৭ শতাংশ। শনিবার জাতীয় প্রেসক্লাবের জহুর হোসেন চৌধুরী হলে `নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতাকারী প্রার্থীদের তথ্য উপস্থাপন, শীর্ষক সংবাদ সম্মেলনে এসব তথ্য তুলে ধরে সুশাসনের জন্য নাগরিক (সুজন)। সংবাদ সম্মেলনে সুজনের কেন্দ্রীয় সমন্বয়ক দিলীপ কুমার সরকার বলেন, মোট ২ হাজার ২৬ জন প্রার্থীর মধ্যে ৫১৯ জন ঋণগ্রহীতা, যা শতকরা ২৫ দশমিক ৬২ শতাংশ। তাদের মধ্যে ৭৫ জন প্রার্থী ৫ কোটি টাকার বেশি ঋণ নিয়েছেন। ঋণগ্রহীতা প্রার্থীর সংখ্যায় শীর্ষে রয়েছে বিএনপি। তিনি জানান, ২ হাজার ২৬ জন প্রার্থীর মধ্যে আয়কর রিটার্নের কপি জমা না দেওয়ায়, প্রায় অর্ধেক প্রার্থীর মনোনয়নপত্র অসম্পূর্ণ। (জাগো নিউজ ওয়েব পেজ:০৭.০২.২০২৬ রিহাব)

পোস্টাল ভোট গণনায় থাকতে পারবেন প্রার্থী-গণমাধ্যম কর্মীরা

পোস্টাল ভোটের গণনা সংক্রান্ত স্পষ্ট নির্দেশনা জারি করেছে নির্বাচন কমিশন (ইসি)। এতে বলা হয়েছে, অন্যান্য কেন্দ্রের মতো পোস্টাল ভোট গণনার সময় একই নীতিমালা মেনে প্রার্থী, নির্বাচনি এজেন্ট, পোলিং এজেন্ট, গণমাধ্যম কর্মী এবং পর্যবেক্ষকরা উপস্থিত থাকতে পারবেন। ইসি জানায়, রিটার্নিং অফিসার স্থান সংকুলানের বিষয় বিবেচনা করবেন। এছাড়া, প্রার্থী বা তার নির্বাচনি/পোলিং এজেন্টকে আগে থেকেই পত্রের মাধ্যমে গণনার সময়, স্থান ও তারিখ সম্পর্কে অবহিত করতে হবে এবং উপস্থিত থাকার জন্য অনুরোধ করতে হবে।
(জাগো নিউজ ওয়েব পেজ:০৭.০২.২০২৬ রিহাব)

নির্বাচন উপলক্ষ্যে ২ দিন বন্ধ থাকছে দোকান-পাট ও শপিংমল

১২ ফেব্রুয়ারি অনুষ্ঠিত হতে যাচ্ছে ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন। নির্বাচন উপলক্ষ্যে ঢাকাসহ সারা দেশের সব দোকান-পাট, বাণিজ্য বিতান ও শপিংমল আগামী ১১ ও ১২ ফেব্রুয়ারি বন্ধ রাখার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। শনিবার (৭ ফেব্রুয়ারি) এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানায় বাংলাদেশ দোকান ব্যবসায়ী মালিক সমিতি। সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, আগামী বৃহস্পতিবার ১২ ফেব্রুয়ারি ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন ও গণভোট অনুষ্ঠিত হবে। নির্বাচন উপলক্ষ্যে ভোটগ্রহণে সাধারণ মানুষের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করতে এবং ভোটাধিকার প্রয়োগে সুবিধা দিতে সরকারি সিদ্ধান্তের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে আগামী বুধবার ও বৃহস্পতিবার সারা দেশে দোকান, বাণিজ্য বিতান ও শপিংমল বন্ধ রাখার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। (জাগো নিউজ ওয়েব পেজ:০৭.০২.২০২৬ রিহাব)

১৭ বছরের ঐক্যবদ্ধ বিএনপিতে ভাঙন ধরালো ২৬-এর নির্বাচন

ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনকে সামনে রেখে কঠিন পরিস্থিতির মধ্যে পড়েছে মুন্সিগঞ্জ জেলা বিএনপি। গত ১৭ বছর আওয়ামী দুঃশাসনকালে হামলা, মামলা ও নির্যাতিত হয়েও ঐক্যবদ্ধ ছিল বিএনপি। কিন্তু ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে মুন্সিগঞ্জ-৩ আসনে দলীয় মনোনয়নকে কেন্দ্র করে সেই বিএনপি এখন বিভক্ত। দলীয় প্রার্থীর বিপক্ষে গিয়ে বিদ্রোহী বা স্বতন্ত্র প্রার্থী হওয়া এবং বিদ্রোহী প্রার্থীর পক্ষে নির্বাচনি প্রচারণায় অংশ নেওয়ায় একের পর এক বিএনপি নেতাকে বহিষ্কার করে কেন্দ্রীয় নেতৃবৃন্দ। প্রতিবাদে বিএনপি ও অঙ্গ সংগঠনের নেতা-কর্মীরাও গণপদত্যাগ শুরু করেন। এখন পর্যন্ত মুন্সিগঞ্জ-৩ আসনে বিএনপি ও এর অঙ্গসংগঠনের ১৭ নেতা-কর্মীকে বহিষ্কার করেছে দল এবং গণপদত্যাগ করেছেন ১২২ জন নেতা-কর্মী। এই অবস্থায় বহিষ্কার ও গণপদত্যাগে এরই মধ্যে জেলা, উপজেলা, পৌর শাখা ও একাধিক ইউনিয়নের বিএনপির কমিটি কার্যত অচল হয়ে পড়েছে।
(জাগো নিউজ ওয়েব পেজ:০৭.০২.২০২৬ রিহাব)

দেশে পৌঁছেছে ৪ লাখ ২২ হাজার প্রবাসীর ব্যালট

আসন্ন জাতীয় সংসদ নির্বাচনকে কেন্দ্র করে `পোস্টাল ভোট বিডি, (Postal Vote BD) মোবাইল অ্যাপের মাধ্যমে প্রবাসী ও দেশের অভ্যন্তরে থাকা ভোটারদের ডাকযোগে ভোটদান কার্যক্রম পুরোদমে চলছে। নির্বাচন কমিশনের সবশেষ পাওয়া তথ্যানুযায়ী, এখন পর্যন্ত ৪ লাখ ২২ হাজার ৯৬০টি প্রবাসীদের পোস্টাল ব্যালট বাংলাদেশে পৌঁছেছে। এর মধ্যে রিটার্নিং কর্মকর্তারা বুঝে পেয়েছেন ২ লাখ ২৫ হাজার ১৬৮টি ব্যালট। শনিবার (৭ ফেব্রুয়ারি) সকাল ১০টা পর্যন্ত অ্যাপের হালনাগাদ তথ্য থেকে এসব জানা গেছে। বাংলাদেশ নির্বাচন কমিশনের তথ্য বিশ্লেষণ করে দেখা গেছে, প্রবাসী ভোটারদের পাশাপাশি, দেশের অভ্যন্তরে থাকা ভোটাররাও (ICPV) সক্রিয়ভাবে এই প্রক্রিয়ায় অংশ নিচ্ছেন। (জাগো নিউজ ওয়েব পেজ:০৭.০২.২০২৬ রিহাব)

অর্ধেকের বেশি কেন্দ্র ঝুঁকিপূর্ণ, পর্যাপ্ত নিরাপত্তার আশ্বাস

ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে কক্সবাজার জেলার চারটি সংসদীয় আসনে ৫৯৮টি ভোটকেন্দ্রের ৩২৯টি কেন্দ্রকে `ঝুঁকিপূর্ণ, হিসেবে চিহ্নিত করেছে জেলা প্রশাসন। এসব কেন্দ্রে অতিরিক্ত সতর্কতা ও আইন-শৃঙ্খলা বাহিনীর বাড়তি তৎপরতা জোরদারের ব্যবস্থার কথা জানিয়েছেন রিটার্নিং কর্মকর্তা। জেলা রিটার্নিং কর্মকর্তার কার্যালয় সূত্রে জানা

গেছে, ঝুঁকিপূর্ণ কেন্দ্রগুলোর মধ্যে কক্সবাজার-২ আসনের কুতুবদিয়া ও কক্সবাজার-৪ আসনের উখিয়া উপজেলায় বেশিসংখ্যক কেন্দ্র রয়েছে বলে জানা গেছে। জেলা নির্বাচন অফিসের দেওয়া তথ্য মতে, কক্সবাজার-১ (চকরিয়া-পেকুয়া) আসনে মোট ভোটকেন্দ্র ১৮০টি। এর মধ্যে ৯৩টি কেন্দ্র ঝুঁকিপূর্ণ। চকরিয়া উপজেলায় ১৩০টি কেন্দ্রের মধ্যে ৭৩টি এবং পেকুয়া উপজেলায় ৪৭টি কেন্দ্রের মধ্যে ২০টি ঝুঁকিপূর্ণ হিসেবে তালিকাভুক্ত। এছাড়া, কক্সবাজার-২ (মহেশখালী-কুতুবদিয়া) আসনে ঝুঁকিপূর্ণ কেন্দ্র রয়েছে ৫৯টি, এর মধ্যে মহেশখালীতে ২৭টি এবং কুতুবদিয়ায় ৩২টি ঝুঁকিপূর্ণ হিসেবে চিহ্নিত হয়েছে। (জাগো নিউজ ওয়েব পেজ:০৭.০২.২০২৬ রিহাব)

জাবেরের গুলিবিদ্ধের খবর ছড়ানো ক্লিকবেইট সাংবাদিকতার ফল

ইনকিলাব মঞ্চের মুখপাত্র শহিদ শরিফ ওসমান হাদির হত্যার বিচারের দাবিতে গিয়ে পুলিশের সঙ্গে সংঘর্ষে আহত হন আবদুল্লাহ আল জাবেরসহ তার আরও একাধিক সহযোদ্ধা। কিন্তু, জাবের গুলিবিদ্ধ হয়েছে বলে পরবর্তীতে যে সংবাদ ছড়িয়ে পড়ে, তা সাংবাদিকদের অপসাংবাদিকতা এবং ক্লিকবেইট সাংবাদিকতার কারণেই হয়েছে বলে মন্তব্য করেছেন প্রধান উপদেষ্টার প্রেস সচিব শফিকুল আলম। শনিবার (৭ ফেব্রুয়ারি) নিজের ভেরিফায়েড ফেসবুক আইডিতে দেওয়া এক পোস্টে তিনি এমন মন্তব্য করেন। পোস্টে তিনি লেখেন, আমরা মিডিয়া আউটলেটগুলো থেকে দায়িত্বশীল সাংবাদিকতা প্রত্যাশা করি। বিশেষ করে, এমন একটা সময়ে, যখন গত ১৮ মাস ধরে দেশের গণমাধ্যমগুলো অভূতপূর্ব স্বাধীনতা উপভোগ করছে। এরপরও তারা সাংবাদিকতার মৌলিক কিছু শর্ত পূরণ করতে ব্যর্থ হলো। এরপর তিনি লেখেন, শুক্রবার শহিদ শরিফ ওসমান হাদির দীর্ঘদিনের সহযোগী আবদুল্লাহ আল জাবের পুলিশের সঙ্গে সংঘর্ষে আহত হন। ইনকিলাব মঞ্চের অসংখ্য নেতা-কর্মীও সংঘর্ষে আহত হন এবং ঢাকা মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে চিকিৎসা নেন। (জাগো নিউজ ওয়েব পেজ:০৭.০২.২০২৬ রিহাব)

ব্যালট ছিনতাইয়ের কোনো সুযোগ নেই: চট্টগ্রাম বিভাগীয় কমিশনার

চট্টগ্রাম বিভাগীয় কমিশনার ও রিটার্নিং কর্মকর্তা ড. মো. জিয়াউদ্দীন বলেছেন, আসন্ন নির্বাচন সুষ্ঠু, অবাধ ও নিরপেক্ষভাবে সম্পন্ন করতে প্রশাসন সব ধরনের প্রস্তুতি নিয়েছে। ভোটগ্রহণ কর্মকর্তাদের দায়িত্বশীল ভূমিকা পালনের আহ্বান জানিয়ে তিনি বলেন, কোনোভাবেই ব্যালট বাক্স ছিনতাই বা জাল ভোটের সুযোগ দেওয়া হবে না। কেবল যোগ্য ভোটাররাই ব্যালটে সিল দেবেন। শুক্রবার (৬ ফেব্রুয়ারি) বিকেলে বোয়ালখালী সিরাজুল ইসলাম ডিগ্রি কলেজ মিলনায়তনে ভোটগ্রহণ কর্মকর্তাদের সঙ্গে মতবিনিময় সভায় প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি এসব কথা বলেন।
(জাগো নিউজ ওয়েব পেজ:০৭.০২.২০২৬ রিহাব)

তারেক রহমানের সঙ্গে নির্বাচনি বিতর্কে বসতে চান জামায়াত আমির

বিএনপি চেয়ারম্যান তারেক রহমানকে প্রকাশ্যে নির্বাচনি বিতর্কে অংশ নেওয়ার আহ্বান জানিয়েছেন জামায়াতে ইসলামীর আমির ডা. শফিকুর রহমান। শুক্রবার (৭ ফেব্রুয়ারি) রাতে নিজের ভেরিফায়েড ফেসবুক পেজে দেওয়া এক পোস্টে তিনি বলেন, অবাধ ও সুষ্ঠু নির্বাচন এবং আস্থার অভাব থাকলে কোনো ফলাফলই জনগণের আস্থা অর্জন করতে পারে না। সুষ্ঠু ও গ্রহণযোগ্য নির্বাচনের মাধ্যমেই কেবল রাজনৈতিক বৈধতা আসে। ডা. শফিকুর রহমান বলেন, জুলাই বিপ্লবের পর তরুণদের কাছে রাজনীতিকে সভ্য, সহনশীল ও সংঘাতমুক্ত হিসেবে উপস্থাপন করা রাজনৈতিক নেতাদের দায়িত্ব। তিনি বলেন, গণমাধ্যম ও জনসম্মুখে দাঁড়িয়ে সমালোচনার মুখে উন্মুক্ত, জবাবদিহিমূলক ও স্বচ্ছ শাসনব্যবস্থার মানদণ্ড স্থাপন করা প্রয়োজন। (জাগো নিউজ ওয়েব পেজ:০৭.০২.২০২৬ রিহাব)

বিএনপি-স্বতন্ত্র প্রার্থীর সমর্থকদের মধ্যে সংঘর্ষ, গুলিবিদ্ধ ৩

মুন্সিগঞ্জ সদর উপজেলার মোল্লাকান্দি ইউনিয়নে নির্বাচনি প্রচারণা নিয়ে বিএনপি ও স্বতন্ত্র প্রার্থীর সমর্থকদের মধ্যে সংঘর্ষের ঘটনা ঘটেছে। এতে ৩ জন গুলিবিদ্ধসহ ১০ জন গুরুতর আহত হয়েছেন। শনিবার (৭ ফেব্রুয়ারি) দুপুর ১টায় ইউনিয়নের মুন্সিকান্দি গ্রামে এই হামলা, পাল্টা হামলার ঘটনা ঘটে। গুলিবিদ্ধরা হলেন- ফয়সাল (২২), নিরব (১৩), ইকরাম (১০)। ঘটনার প্রত্যক্ষদর্শী ও স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, শনিবার বেলা সাড়ে ১২টার দিকে মুন্সিগঞ্জ-৩ আসনের ফুটবল প্রতীকের বিদ্রোহী স্বতন্ত্র প্রার্থী মো. মহিউদ্দিন আহমেদ ও জেলা বিএনপির সদস্য আতাউর রহমান মল্লিকের সমর্থকরা মুন্সিকান্দি এলাকায় প্রচারণায় বের হন। এ সময় ধানের শীষ প্রতীকের সমর্থক ও উপজেলা বিএনপির যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক ওজির আলী এবং ইউনিয়ন বিএনপির সাবেক নেতা আওলাদ মোল্লার অনুসারীরা তাদের ওপর অতর্কিত হামলা চালায়। মুহূর্তের মধ্যে উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়লে উভয়পক্ষের সমর্থকরা সংঘর্ষে জড়িয়ে পড়ে।
(জাগো নিউজ ওয়েব পেজ:০৭.০২.২০২৬ রিহাব)

নো ড্রামা, নো লবিং- এটাই আমাদের অবস্থান: চট্টগ্রামের ডিসি

জাতীয় সংসদ নির্বাচন ও গণভোট ঘিরে প্রশাসনের অবস্থান স্পষ্ট জানিয়ে চট্টগ্রাম জেলা প্রশাসক (ডিসি) ও রিটার্নিং কর্মকর্তা মোহাম্মদ জাহিদুল ইসলাম মিয়া বলেছেন, "নো ড্রামা, নো লবিং- এটাই আমাদের অবস্থান।„ শনিবার (৭ ফেব্রুয়ারি) কর্ণফুলি ও আনোয়ারা উপজেলার ভোটগ্রহণ কর্মকর্তাদের দিনব্যাপী প্রশিক্ষণ ও মতবিনিময় সভায় প্রধান

অতিথির বক্তব্যে তিনি এ কথা বলেন। যে-কোনো ধরনের বিশৃঙ্খলা সৃষ্টির পরিকল্পনাকারীদের বিরুদ্ধে সরাসরি আইনানুগ ব্যবস্থা নেওয়ার হুঁশিয়ারি দেন ডিসি। তিনি বলেন, "আজই আমরা শেষবারের মতো সতর্ক করে দিচ্ছি। নির্বাচনের দিন কেউ কোনো কেন্দ্রে ঝামেলা তৈরির চেষ্টা করলে, তাকে আর সতর্ক করা হবে না, সরাসরি ব্যবস্থা নেওয়া হবে।„ নির্বাচন সংশ্লিষ্ট সবাইকে নজরদারির আওতায় আনা হয়েছে উল্লেখ করে তিনি জানান, রিটার্নিং কর্মকর্তা থেকে মাঠ পর্যায়ের কর্মকর্তা, সবার কার্যক্রম পর্যবেক্ষণ করা হচ্ছে। কোনো ধরনের অসততা বা অনিয়ম ধরা পড়লে দায় সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিকেই নিতে হবে। (জাগো নিউজ ওয়েব পেজ:০৭.০২.২০২৬ রিহাব)

সূত্রাপুর থানার ওসির অপসারণ চান ইশরাক

ঢাকা-৬ আসনে নির্বাচন ঘিরে পক্ষপাতমূলক ভূমিকার অভিযোগ তুলে রাজধানীর সূত্রাপুর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মশিউর রহমানের অপসারণ চেয়েছেন বিএনপি প্রার্থী ইশরাক হোসেন। একইসঙ্গে তিনি স্থানীয় কসমোপলিটন স্কুল অ্যান্ড কলেজ ভোটকেন্দ্র পরিবর্তনের দাবি জানিয়েছেন। শনিবার (৭ ফেব্রুয়ারি) রাজধানীর আগারগাঁওয়ের নির্বাচন ভবনে নির্বাচন কমিশন (ইসি) সচিব আখতার আহমেদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করে এসব দাবি তুলে ধরেন ইশরাক। সাক্ষাৎ শেষে তিনি সাংবাদিকদের জানান, অভিযোগগুলো কমিশনের কাছে মৌখিকভাবে উপস্থাপন করা হয়েছে। বিষয়টি কমিশনের অভিযোগ নিষ্পত্তি-সংক্রান্ত সংশ্লিষ্ট শাখায় পাঠানো হয়েছে। তারা বিষয়গুলো পর্যালোচনা করছে বলে তাকে জানিয়েছে। ইশরাক অভিযোগ করেন, গত ৪ ফেব্রুয়ারি রাতে কসমোপলিটন স্কুল অ্যান্ড কলেজ ভোটকেন্দ্র এলাকা থেকে ১৫২টি ক্রিকেট স্ট্যাম্প উদ্ধার হওয়ার ঘটনা নির্বাচনি পরিবেশের জন্য উদ্‌বেগজনক। তার দাবি, প্রতিষ্ঠানটি প্রতিদ্বন্দ্বী রাজনৈতিক দলের মালিকানাধীন এবং সেখানে একটি ক্লাবের আড়ালে এসব সামগ্রী রাখা হয়েছিল। পরে দরজা ভেঙে স্ট্যাম্পগুলো উদ্ধার করা হয়। (জাগো নিউজ ওয়েব পেজ:০৭.০২.২০২৬ রিহাব)

১২ তারিখ পর্যন্ত কেউ চাঁদাবাজি করবেন না: বিএনপির প্রার্থী

আগামী ১২ ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত চাঁদাবাজি বন্ধ রাখার জন্য প্রকাশ্যে চাঁদাবাজদের প্রতি অনুরোধ জানিয়েছেন চট্টগ্রাম-১৩ (আনোয়ারা-কর্ণফুলি) আসনে বিএনপি মনোনীত প্রার্থী সরওয়ার জামাল নিজাম। শুক্রবার (৬ ফেব্রুয়ারি) রাতে আনোয়ারা উপজেলার চাতরী এলাকায় একটি নির্বাচনি কার্যালয় উদ্‌বোধনের সময় এ অনুরোধ জানান তিনি। তার এ বক্তব্যের ৪৬ সেকেন্ডের একটি ভিডিও সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ছড়িয়ে পড়েছে, যা নিয়ে স্থানীয় রাজনৈতিক অঙ্গনে আলোচনা তৈরি হয়েছে। ওই ভিডিওতে সরওয়ার জামাল নিজামকে বলতে শোনা যায়, আনোয়ারা থানার চাতরী একটি গুরুত্বপূর্ণ অর্থনৈতিক এলাকা। এখানকার ব্যবসা-বাণিজ্য ও মানুষের আয়ের ওপর এলাকার অর্থনৈতিক কার্যক্রম নির্ভরশীল। তিনি অভিযোগ করেন, এলাকায় চাঁদাবাজি, নৈরাজ্য ও সন্ত্রাস চলছে। ভিডিওতে তাকে দুই হাত জোর করে বলতে শোনা যায়, ১২ তারিখ পর্যন্ত আপনারা চাঁদাবাজি করবেন না। একইসঙ্গে তিনি বলেন, বিএনপির ভাবমূর্তি ক্ষুণ্ন করার চেষ্টা করা হলে কাউকে ছাড় দেওয়া হবে না। (জাগো নিউজ ওয়েব পেজ:০৭.০২.২০২৬ রিহাব)

বুলেটের রাজনীতিকে আমরা ব্যালটের মাধ্যমে পরাজিত করব: হাসনাত আব্দুল্লাহ

জাতীয় নাগরিক পার্টির (এনসিপি) দক্ষিণ অঞ্চলের মুখ্য সংগঠক হাসনাত আবদুল্লাহ বলেছেন, "একটি পক্ষ বুলেটের প্রস্তুতি নিচ্ছে, আর আমরা ব্যালটের প্রস্তুতি নিচ্ছি। বুলেটের রাজনীতিকে আমরা ব্যালটের মাধ্যমে পরাজিত করব।„ শনিবার (৭ ফেব্রুয়ারি) খুলনা-৫ আসনে জামায়াতে ইসলামীর সেক্রেটারি জেনারেল মিয়া গোলাম পরওয়ারের সমর্থনে ফুলতলায় অনুষ্ঠিত এক নির্বাচনি জনসভায় তিনি এসব কথা বলেন। হাসনাত আব্দুল্লাহ বলেছেন, "এ নির্বাচন পেতে সহস্র মানুষ শহিদ হয়েছেন, অসংখ্য মানুষ গুম ও নির্যাতনের শিকার হয়েছেন। এ নির্বাচন অর্জনের জন্য আমাদের মানুষকে জীবন দিতে হয়েছে। আয়নাঘর ছিল, শুধু একটি স্থাপনা নয়, সারা দেশ নিপীড়িত মানুষের জন্য উন্মুক্ত কারাগারে পরিণত হয়েছিল।" তিনি বলেন, "২০০৯ সালের আগে বায়তুল মোকাররমের সামনে লগি-বইঠার রাজনীতি থেকে শুরু করে সাম্প্রতিক সময়ে ওসমান হাদির শাহাদাত পর্যন্ত দীর্ঘ রক্তাক্ত লড়াইয়ের মধ্যদিয়ে আজকের নির্বাচন এসেছে।„ (জাগো নিউজ ওয়েব পেজ:০৭.০২.২০২৬ রিহাব)

চট্টগ্রাম বন্দরের অচলাবস্থা দূরে প্রধান উপদেষ্টার হস্তক্ষেপ দাবি

জাতীয় নির্বাচনের প্রাক্কালে চট্টগ্রাম বন্দরে ঘোষিত ধর্মঘট প্রত্যাহার এবং দেশের অর্থনৈতিক স্থিতিশীলতা বজায় রাখতে অন্তর্বর্তী সরকারের প্রধান উপদেষ্টা ড. মুহাম্মদ ইউনূসের জরুরি হস্তক্ষেপ দাবি করেছেন ব্যবসায়ী নেতারা। তাদের আশঙ্কা, দেশের আমদানি-রপ্তানির প্রধান প্রবেশদ্বার চট্টগ্রাম বন্দরের কার্যক্রম ব্যাহত হলে সরবরাহ ব্যবস্থা, রপ্তানি বাণিজ্য ও সামগ্রিক অর্থনীতিতে নেতিবাচক প্রভাব পড়তে পারে। শনিবার (৭ ফেব্রুয়ারি) বাংলাদেশ পোশাক প্রস্তুতকারক ও রপ্তানিকারক সমিতি (বিজিএমইএ), বাংলাদেশ নিটওয়্যার ম্যানুফ্যাকচারার্স অ্যান্ড এক্সপোর্টার্স অ্যাসোসিয়েশন (বিকেএমইএ), বাংলাদেশ টেক্সটাইল মিলস অ্যাসোসিয়েশন (বিটিএমএ) ও বাংলাদেশ এমপ্লয়ার্স ফেডারেশন (বিইএফ) প্রধান উপদেষ্টাকে এক যৌথ চিঠি দিয়ে এ দাবি জানিয়েছে। ব্যবসায়ী নেতারা জানান, অন্তর্বর্তী সরকারের নেতৃত্বে এরই মধ্যে রাষ্ট্র সংস্কার ও জবাবদিহি নিশ্চিত করার ক্ষেত্রে ইতিবাচক অগ্রগতি দেখা গেছে। বিশেষ

করে একটি অবাধ, সুষ্ঠু ও নিরপেক্ষ নির্বাচনের মাধ্যমে গণতন্ত্র পুনরুদ্ধারের যে উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে, তা দেশজুড়ে আশাবাদ তৈরি করেছে। তবে নির্বাচনের মাত্র কয়েকদিন আগে চট্টগ্রাম বন্দরে সৃষ্ট পরিস্থিতি শিল্প ও বাণিজ্য খাতে অনিশ্চয়তা সৃষ্টি করেছে। (জাগো নিউজ ওয়েব পেজ:০৭.০২.২০২৬ রিহাব)

BBC

US WANTS RUSSIA AND UKRAINE TO END WAR BY JUNE: ZELENSKY

Ukrainian President Volodymyr Zelensky says the US wants the war with Russia to end by June, adding that both sides had been invited to the US for talks next week. "America proposed for the first time that the two negotiating teams - Ukraine and Russia - meet in the United States of America, probably in Miami, in a week. We confirmed our participation," he said. There was no immediate comment from Washington or Moscow, but US President Donald Trump has been pushing for an end for the conflict since he took office again more than a year ago. Meanwhile, Russia has continued its attacks on Ukraine's energy infrastructure - causing further widespread blackouts during freezing conditions.
(BBC News Web Page: 07/02/26, FARUK)

ZAMBIAN LEADER BACKS TRADITIONAL GHANAIAN OUTFIT AFTER ONLINE TROLLING

Zambia's president has weighed into a cultural debate that has erupted online after the president of Ghana arrived in Zambia wearing a traditional outfit called a fugu. Some Zambians mockingly called it a "blouse". But Zambia's leader hit back by sharing his love for the design, saying he would be "ordering more of that stuff" for himself, in a video posted on X from the Ghana-Zambia Business Forum held in Lusaka this week. Ghana's foreign minister said the social media buzz was a sign that young people were keen to reclaim their cultural roots. (BBC News Web Page: 07/02/26, FARUK)

TRUMP THREATENS TARIFFS FOR COUNTRIES TRADING WITH IRAN

US President Donald Trump has signed an executive order threatening to impose additional tariffs on countries that continue to trade with Iran. The order, issued on Friday, does not specify the rate that could be imposed, but uses 25% as an example. It says the tariff could apply to goods imported into the US from any nation that "directly or indirectly purchases, imports, or otherwise acquires any goods or services from Iran". Trump has not directly commented on the order but reiterated "no nuclear weapons" for Iran when speaking from Air Force One on Friday night. It comes as talks continue between senior US and Iranian officials in Oman, following several weeks of threats from both sides.
(BBC News Web Page: 07/02/26, FARUK)

MILAN-CORTINA GAMES BEGIN WITH VIBRANT OPENING CEREMONY

The Milan-Cortina Winter Olympic Games are officially under way after a vibrant opening ceremony split across four locations. Milan's iconic San Siro stadium was the primary venue, with elements of the ceremony also taking place in Cortina, Livigno and Predazzo. Despite concerns over the logistics of a multi-location ceremony, it was an impressive production that went off without a hitch. Two Olympic cauldrons were lit - one in Milan and the other in Cortina - with Italian tenor Andrea Bocelli performing a rousing rendition of Nessun Dorma as the torch entered the San Siro. That followed a jubilant ending to the athlete's parade, with the Italy team the last to be brought out to huge cheers in all four locations.
(BBC News Web Page: 07/02/26, FARUK)

GAZANS RETURNING THROUGH RAFAH CROSSING DESCRIBE CHECKS BY PALESTINIAN MILITIA

Two Gazan women who passed through the newly reopened Rafah crossing with Egypt on Monday have told the BBC that a local Palestinian militia linked to Israel carried out checks at an Israeli military checkpoint inside the Gaza Strip. Lamia Rabia, who was travelling with her children, said they were escorted by Israeli forces from the border to a nearby checkpoint where members of the Abu Shabab militia, also known as the Popular Forces, searched them and their belongings. "There was a woman from the Abu Shabab group who conducted the searches on the women," she told the BBC.
(BBC News Web Page: 07/02/26, FARUK)

US TRANSFERS ISIL DETAINEES TO IRAQ AS NORTHEAST SYRIA BASE DRAWS DOWN

United States forces have transported a third group of ISIL (ISIS) detainees from Ghwayran prison in Syria's Hasakah province to Iraq by land, as activity around a US military base in the region points to possible operational changes. The transfer on Saturday forms part of a trilateral arrangement, which has emerged as part of a painstaking ceasefire after deadly clashes involving the Syrian government and the Syrian Democratic Forces (SDF), under which detainees held in northeastern Syria are being relocated to Iraqi custody. US forces are the third party to that agreement. Earlier, US Central Command (Centcom) confirmed the start of a broader operation to move detainees from facilities across the region, with officials outlining a plan to transfer about 7,000 prisoners. (BBC News Web Page: 07/02/26, FARUK)

RSF DRONE ATTACK KILLS 24 DISPLACED CIVILIANS FLEEING WAR IN SUDAN

A drone attack carried out by the Rapid Support Forces (RSF) has hit a vehicle transporting displaced families in central Sudan, killing at least 24 people, including eight children, the Sudan Doctors Network said. The attack on Saturday occurred near the city of Rahad in North Kordofan province, the medical monitoring group reported, adding that the passengers had fled fighting in the Dubeiker area. Among the children killed were two infants, the network said in a statement posted on X. The latest attack follows a serious of drone attacks on humanitarian aid convoys and fuel trucks across North Kordofan which on Friday killed at least one person and wounding several others. (BBC News Web Page: 07/02/26, FARUK)

VENEZUELA'S NATIONAL ASSEMBLY LEADER SETS DEADLINE FOR PRISONER RELEASE

The president of Venezuela's National Assembly, Jorge Rodriguez, has announced that his government plans to release all political prisoners no later than February 13. Friday's announcement was seen as a positive step towards addressing human rights abuses under the leadership of former President Nicolas Maduro. But critics have long been sceptical of promises made by the Venezuelan government, which remains led by Maduro's close allies. Speaking to the family members of political prisoners in the capital Caracas, Rodriguez set a clear deadline for the mass release. (BBC News Web Page: 07/02/26, FARUK)

TRUMP'S 'BOARD OF PEACE' TO CONVENE IN WASHINGTON, DISCUSS GAZA: REPORT

United States President Donald Trump's so-called "Board of Peace", tasked with overseeing governance in the Gaza Strip as part of a US-led peace plan, will convene in Washington, DC, later this month for its first meeting, according to online news outlet Axios. The outlet, quoting a US official and diplomats from four countries who are part of the board, reported on Friday that plans for the meeting on February 19 - which will also serve as a fundraising event for the reconstruction of Gaza amid Israel's genocide in the enclave - are still tentative and could change. Axios reports that the meeting is scheduled for the day after Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu is scheduled to meet with President Trump at the White House. (BBC News Web Page: 07/02/26, FARUK)

:: THE END ::